NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ নারীমুক্তিই ছিল বিদ্যাসাগরের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৎ কাজ

রোগ প্রতিরোধ থেকে রূপচর্চা, সবেতেই অ্যালোভেরা ৮

কলকাতা ১০ মার্চ ২০২৫ ২৫ ফাল্গুন ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৬৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.3.2025, Vol.18, Issue No. 268 8 Pages, Price 3.00

২৫ বছর পর নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে মধুর প্রতিশোধ

রোহিতের হিটেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ভারতের

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

২৫ বছর পর হারের মধুর বদলা। পরপর দু'বার আইসিসি ট্রফি জয় টিম ইন্ডিয়ার। ফাইনালে হিট রোহিতই। গত বছর জুন মাসে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। ৯ মাসের মধ্যে অধিনায়ক হিসাবে আরও একটি আইসিসি ট্রফি জিতলেন রোহিত শর্মা। গ্রুপ পর্বে কিউয়িদের হারানোর পর ফাইনালেও বধ। এক যুগ পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ঘরে তুলল টিম ইন্ডিয়া। এর আগে ২০০২ সালে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও ২০১৩ সালে মহেন্দ্র সিং ধোনি এই ট্রফি জিতেছিলেন। ২৫ বছর আগে ২০০০ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হারতে হয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারতকে। মধুর বদলাও নিয়ে ফেলল ভারত। নিউজিল্যান্ডের ২৫১ রানের জবাবে ৪৯ ওভারে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় ভারত। টিম ইন্ডিয়া জেতে ৪ উইকেটে। ভারতের হয়ে ওপেনিং করতে নেমে অনবদ্য ৭৬ রানের ইনিংস খেলেন রোহিত শর্মা। ৮৩ বলের এই ইনিংসে ৭ চার ও ৩ ছক্কা ছিল তাঁর। পরপর এই ট্রফি জয়ে যাবতীয় সমালোচনার জবাবও দিয়ে দিলেন হিটম্যান। রোহিতের হিটে যোগ্য সঙ্গ দিতে থাকেন শুভমন গিল। তিনি ফেরেন ৩১ রান করে। তবে ফাইনালেই ফেল করলেন বিরাট। ফেরেন মাত্র ১ রান করে। তবে হাল ধরেন শ্রেয়স আইয়ার ও কেএল রাহুল। শেষপর্যন্ত শ্রেয়স আইয়ার করেন ৪৮ রান। এরমধ্যে ২ চার ও ২ ছয়। শ্রেয়স ফিরলেও মাটি কামড়ে থাকেন কেএল রাহুল। শেষপর্যন্ত ৩৪ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি।

এরপর সাতের পাতায়

ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে ছাড়ল হাসপাতাল, আপাতত বিশ্রামে

আজ বৈঠকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত। রবিবার দুপুরে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করা হয়েছে। উচ্চ রক্তচাপ ও একাধিক সমস্যা নিয়ে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও তাঁকে প্রায় ১৫দিন বিশ্রামে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত সপ্তাহের শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে। আহত হন কয়েকজন পড়ুয়া। তারপরই বিক্ষোভ, প্রতিবাদে নামেন ছাত্ররা। উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়ে চাপ দেন পড়ুয়ারা। বুধবার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন উপাচার্য। তাঁকে বাইপাসের ধারের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন। অবস্থা স্থিতিশীল হওয়ার পর, মাথা ঘোরা এবং ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার সমস্যার জন্য তাঁর ফিজিওথেরাপি শুরু করা হয়। এদিন তাঁকে ছুটি দেওয়া হল। এ বিষয়ে তাঁর স্ত্রী চিকিৎসক কেয়া গুপ্ত বলেন, 'ভাস্করবাবু হাসপাতালে থাকতে চাইছিলেন না। বারবার বাড়ি যাওয়ার কথা বলছিলেন। তাঁকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ছুটি দিয়েছে। কিন্তু আগামী সপ্তাহ দুয়েক পুরোপুরি বিশ্রামে থাকতে বলা হয়েছে।'

অবশেষে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের দাবি মেনে বৈঠকে বসছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সোমবার বেলা ১১টায় বৈঠক ডাকা হয়েছে।

এই বৈঠকে প্রত্যেক ছাত্র সংগঠনের ২ জন করে প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন। বৈঠকে থাকবেন সহ উপাচার্য এবং বিভিন্ন বিভাগের ডিনরা। ডেপুটি রেজিস্ট্রারও বৈঠকে থাকবেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তকে চিকিৎসকরা আপাতত বিশ্রামে থাকতে বলায় এই বৈঠকে থাকবেন না, তা কার্যত নিশ্চিত।

ব্রাত্যদের গ্রেপ্তারের দাবি, হুঙ্কার শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর-কাণ্ডের প্রতিবাদে পথে শুভেন্দু অধিকারী। আগে যে মিছিল হওয়ার কথা ছিল সুলেখা থেকে, সেই মিছিলের রুটই বদলে গিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে। মিছিল নবীনা সিনেমা হলের সামনে থেকে শুরু হয়ে প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড ধরে যায় যাদবপুর থানা পর্যন্ত। শুভেন্দুর সঙ্গেই মিছিলে হাঁটছেন কৌস্তুভ বাগচি, ইন্দ্রনীল খাঁয়েদের মতো নেতারা। ছিলেন আরও একাধিক প্রথমসারির নেতা। 'মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে একসাথে'-র মতো স্লোগানও তুললেন গলা ছেড়ে। বিজেপির দাবি, যাদবপুরের ভিতরের যে অচলাবস্থা তার দায় সিপিএম এবং তৃণমূলের। এদিনের মিছিল থেকে শুভেন্দু বাম-তৃণমূলের বিরুদ্ধে একযোগে সুর চড়ান শুভেন্দু। বিজেপি যে যাদবপুর ইস্যুতে ছেড়ে কথা বলতে নারাজ তা আরও একবার বুঝিয়ে দিলেন। সাফ বলেন, 'আমরা শুধু আজ কর্মসূচি নিচ্ছি এমনটা নয়। ১৬ তারিখে আমরা যাদবপুরে নাগরিক কনভেনশন করব। উচ্চমাধ্যিক শেষ হলে বাইরে আমরা কাজ করব। লাগাতার জনজাগরণ করব। এই মাকুদের রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিকে উপড়ে ফেলার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টি করবে।' অন্যদিকে এদিনের মিছিল থেকে ব্রাত্য বসু, ওমপ্রকাশ মিশ্রদের গ্রেপ্তারের দাবিও ওঠে। পোস্টারও নিয়ে আসেন বিজেপি কর্মীরা। প্রসঙ্গত, শুরুতে যে রুটে বিজেপি মিছিল করতে চেয়েছিল তা করতে পারেনি। বিজেপির দাবি ছিল, যাদবপুরের ওই এলাকায় মিছিলের অনুমতি দিচ্ছিল না পুলিশ। পুলিশের অনুমতি না মেলায় আদালতের অনুমতিতে শেষ পর্যন্ত এই মিছিল বিজেপির। আদালতের নির্দেশিকা বলছে, বেলা এগারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত সাড়ে সাতশো সমর্থক নিয়ে এই মিছিল করতে পারবে বিজেপি। বিজেপির দাবি, তাঁরা আদালতের যাবতীয় নির্দেশিকা মেনেই এই মিছিল করছেন। প্রসঙ্গত, বিজেপির এই মিছিল মামলা কলকাতা হাইকোর্টে উঠতেই ১৩ তারিখ পর্যন্ত যাদবপুর চত্বরে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে সাফ 'না' করে দিয়েছেন বিচারপতি।

ধনখড়কে দেখতে হাসপাতালে মোদি

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ: বুকে ব্যথা হওয়ায় দেশের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড় ভর্তি হাসপাতালে। খবর পেয়েই খোঁজ নিতে হাসপাতালে ছুটলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সাক্ষাতের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিলেন। সর্বভারতীয় সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, ৯ মার্চ মধ্যরাতে, আচমকা শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, শনিবার রাতে আচমকা বুকে ব্যথা এবং অস্বস্তি অনুভব করেন তিনি। তারপরেই নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। দিল্লি এইমস-এ চিকিৎসা চলছে তাঁর। কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান চিকিৎসক রাজীব নারাংয়ের তত্ত্বাবধানে তাঁকে সিসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছিল, সেখানেই চিকিৎসা চলছে বলে খবর সূত্রের। ধনকড়কে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন মোদি। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন তিনি। হাসপাতালে গিয়েছিলেন জেপি নাড্ডাও। ধনকড়, পেশায় ছিলেন আইনজীবী।

ভুতুড়ে ভোটার অভিযোগ, এবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভুতুড়ে ভোটার নিয়ে অভিযোগ জানাতে এবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হচ্ছে তৃণমূল। কমিশনের তরফে সাক্ষাতের সময় দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল সূত্রের খবর, আগামী মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টায় কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের প্রতিনিধিরা।

তৃণমূলের ওই প্রতিনিধিদলে থাকছেন মোট ১০ জন। রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার। রয়েছেন সাগরিকা ঘোষ, কীর্তি আজাদ, সাজদা আহমেদ, অসিতকুমার মাল, আবু তাহের খান, প্রকাশ চিক বরাইক এবং সাকেত গোখলে। বস্তুত, ভুয়ো ভোটার বা ভুতুড়ে ভোটার নিয়ে গত কয়েক দিন ধরে রাজ্য রাজনীতি সরগরম। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সভা থেকে তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা ভুয়ো ভোটার ধরতে কমিটি গঠন করেন। তার পর থেকে ভুতুড়ে ভোটার ধরতে এলাকায় এলাকায় যাচ্ছেন তৃণমূল নেতারা। অন্য দিকে, তৃণমূলের তোলা একই এপিক নম্বরে একাধিক নাম সংক্রান্ত অভিযোগ স্বীকার করেছে নির্বাচন কমিশনও। তারা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, ত্রুটিপূর্ণ ভোটার কার্ডের ব্যাপারে তিন মাসের মধ্যে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে। তাতে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের জাতীয় ইউনিক নম্বর দেবে কমিশন। আগামী দিনে দেশ জুড়ে নতুন ভোটারদের জন্য জাতীয় ইউনিক নম্বর চালু হবে। অন্য দিকে, ভুতুড়ে ভোটার নিয়ে অভিযোগ জানাতে গত বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক করেন সুব্রত বক্সি, ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অরূপ বিশ্বাসরা। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাজ্যের শাসকদল কোর কমিটির বৈঠকও করেছে। ফিরহাদ জানান, তাঁরা অভিযোগ করেছেন, ভিনরাজ্যের ভোটারদের বাংলায় 'ডবল এন্ট্রি' করে ভোটার করা হচ্ছে। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দিতেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। অন্য দিকে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোটার তালিকা প্রভাবিত করার অভিযোগ তুলে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীরাও।

এই বিতর্কের মাঝে মঙ্গলবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছে তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। ডেরেক জানিয়েছেন, তাঁরা কমিশনের কাছে সময় চেয়েছিলেন। কমিশন সময় দিয়েছে। মঙ্গলবার সাড়ে ৫টায় সাক্ষাতের সময় দেওয়া হয়েছে। বস্তুত, এপিক সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে লোকসভা অধিবেশনও সরগরম হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তার মাঝে তৃণমূল প্রথম রাজনৈতিক দল, যারা বিষয়টি নিয়ে আগেই কমিশনের দ্বারস্থ হচ্ছে।

জিএসটির হার আরও কমার বার্তা অর্থমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ: ২০১৭ সালের ১ জুলাই জিএসটির গড় হার ধরা হয় ১৫.৮ শতাংশ। কিন্তু ২০২৩ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১১.৪ শতাংশ। আসলে কর আদায় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেই এই হ্রাস। এবার অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বার্তা দিলেন, জিএসটির হার আরও কমবে। একটি সংবাদমাধ্যমের অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে এসে নির্মলা বলেন, করের ধাপকে যুক্তিসঙ্গত করে তোলার প্রক্রিয়া প্রায় পূর্ণ হয়েছে। আর তার ফলেই জিএসটির হার আরও কমবে আগামী দিনে। প্রসঙ্গত, অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে রাজ্যগুলির অর্থমন্ত্রীদের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছিল জিএসটি কাউন্সিল। এবার তারা মূল পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। কাউন্সিলের পরবর্তী সভার আগে তিনি পুরো বিষয়টির একটি পর্যালোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন নির্মলা। তিনি বলেন, 'সকলেই ভালো কাজ করেছে। তবে আমি কাউন্সিলে তা গ্রহণ করার আগে পুরোটা পর্যালোচনা করব।' করের হার ধার্য করা এবং সেটিকে যুক্তিসঙ্গত করার জন্য একদিকে করের ধাপ হ্রাস করার পাশাপাশি হার সহজীকরণ করার মতো প্রক্রিয়াও অবলম্বন করা হয়েছে। এদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বিলগ্নিকরণ প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রীর মত, সাধারণ খুচরো লগ্নিকারীর রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থায় পুঁজি বাড়ানোই লক্ষ্য সরকারের।

মণিপুরে ফের হিংসার আগুন

ইম্ফল, ৯ মার্চ: ফের হিংসার আগুনে জ্বলছে মণিপুর। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ মণিপুরের কাংপোকপি জেলা। দিকে দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে গুলির খোল। পোড়া গাড়ি, বাড়ি। কোথাও কোথাও রাস্তার ওপর আবার রক্তের দাগ! কুকি জনগোষ্ঠীর ডাকা বন্‌ধে রবিবার সকাল থেকেই থমথমে কাংপোকপি। শুধু ওই জেলা নয়, মণিপুরের বিভিন্ন এলাকার ছবিও প্রায় একই। সকালের দিকে বিক্ষিপ্ত অশান্তির সৃষ্টি হলেও আপাতত শান্ত। উত্তেজনা যাতে না ছড়াতে পারে, সেই কথা মাথায় রেখে রাজ্যের স্পর্শকাতর এলাকায় বাড়তি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। রাস্তায় রুটমার্চ করছে তারা।

শনিবার কাংপোকপি জেলার বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন কুকি জনগোষ্ঠীর বিক্ষোভকারীরা। জানা গিয়েছে, ওই সংঘর্ষে এক জন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়েছে। আহত কমপক্ষে ৪০। তাঁদের মধ্যে মহিলা, শিশুও রয়েছেন। শনিবার রাত পর্যন্ত সংঘর্ষ চলে। বিক্ষোভকারীর মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে কুকিরা রবিবার বন্‌ধের ডাক দেয়।

উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি রয়েছে। মণিপুরের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন রাজ্যপাল অজয়কুমার ভল্লা। গত ২ মার্চ ভল্লা এবং অন্য আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মণিপুরের পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন তিনি। বৈঠকের পরেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, ৮ মার্চ থেকে মণিপুরের সব রাস্তা যেন সচল থাকে। রাজ্যের রাস্তাঘাটে সাধারণ মানুষ যেন বিনা বাধায় চলাচল করতে পারেন। কিন্তু শনিবার দেখা যায় কুকি জনগোষ্ঠীর কিছু লোক পথ অবরোধ করেন। সেই থেকেই উত্তেজনার সূত্রপাত। অভিযোগ, অবরোধ তুলতে পুলিশ বলপ্রয়োগ করে। ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়। কাংপোকপি জেলার কুকি জনগোষ্ঠীর অবরোধকারীদের লাঠিচার্জ করে হটায় নিরাপত্তাবাহিনী। তাতে বেশ কয়েক জন বিক্ষোভকারী আহত হন। বিক্ষোভকারীরাও পাল্টা বাস, গাড়ি লক্ষ্য করে ইট, পাথর ছুড়তে থাকেন। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় কয়েকটি বাসে। সেই সংঘর্ষের সময়ই নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে এক তরুণের মৃত্যু হয়। পুলিশের তরফে জানানো হয়, সংঘর্ষে তাদেরও ২৭ জন কর্মী আহত। তাঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

শনিবার রাতেই কুকি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্‌ধের ডাক দেওয়া হয়েছে। নবগঠিত কুকি-জো কাউন্সিল এক বিবৃতিতে জানায়, ওই অঞ্চলে শান্তি না ফেরা পর্যন্ত, এবং কুকিদের রাজনৈতিক দাবিদাওয়াগুলি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সরকারের 'অবাধ চলাচল' উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করবেন তাঁরা। সেই মতো রবিবার সকাল থেকেই বিক্ষোভকারীরা পথে নামেন। সকালের দিকে মণিপুরের কিছু এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালেও মোটের উপর শান্ত। সরকারের এক উচ্চপদস্থ কর্তা জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাড়তি বাহিনী মোতোয়েন করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে বিঘ্ন না ঘটে, তাই তারা বিভিন্ন দিকে টহল দিচ্ছে।

মহাকুম্ভের সময় সঙ্গমের জল স্নানের উপযুক্ত ছিল, নয়া রিপোর্ট কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ: প্রয়াগরাজের সঙ্গমের জল মহাকুম্ভের সময় স্নানের উপযুক্ত ছিল। ওই জলে বিপজ্জনক ব্যাকটিরিয়া ছিল না। জাতীয় পরিবেশ আদালতে নতুন রিপোর্ট দিয়ে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বলছে এহেন কথাই। উল্লেখ্য, সঙ্গমের দূষিত জলে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিপজ্জনক ব্যাকটেরিয়া। গত মাসের মাঝামাঝি কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই দেশজুড়ে রীতিমতো আলোড়ন পড়ে যায়। সেই দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদই এবার উলটো কথা বলছে।

গত ফেব্রুয়ারিতে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ জাতীয় পরিবেশ আদালতে একটি রিপোর্ট দিয়ে জানায়, মহাকুম্ভের সময় যে প্রয়াগরাজের সঙ্গমে ডুব দিতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কার্যত গোটা দেশ, সেই সঙ্গমের জল স্নানের অনুপযুক্ত। সঙ্গমের দূষিত জলে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিপজ্জনক ব্যাকটেরিয়া। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ওই রিপোর্ট নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক তৈরি হয়ে যায়। সাফাই দিতে আসরে নামতে হয় খোদ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে। তিনি পালটা দাবি করেন, স্নানের তো বটেই, সঙ্গমের জল পানেরও উপযুক্ত।

দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সেই রিপোর্টের পরও অবশ্য ভক্তদের ভক্তিতে বিশেষ ভাঁটা পড়েনি। বিন্দুমাত্র কমেনি কুম্ভের ভিড়। সরকারের দাবি অনুযায়ী, মেলা শেষ হওয়া কুম্ভে ডুব দিয়েছেন ৬০ কোটি মানুষ। মেলা শেষে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদও উলটো কথা বলছে। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ওয়েবসাইটে গত ৭ মার্চ নতুন একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে দাবি করা হয়েছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন রকম তথ্য উঠে আসছে। তাই নতুন করে নমুনা সংগ্রহ করার প্রয়োজন পড়েছে।

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রক পর্ষদের রিপোর্ট বলছে, 'সার্বিকভাবে গোটা সঙ্গম এলাকার হিসাব করলে জলের মান ঠিকই ছিল। স্নানের উপযুক্ত ছিল।' গত ১২ জানুয়ারি থেকে গঙ্গার পাঁচটি জায়গায় এবং যমুনা নদীর দুটি জায়গা থেকে জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। একই জায়গায় আলাদা আলাদা দিনে আবার আলাদা জায়গায় একই দিনে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সপ্তাহে দুবার করে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ তিথিগুলিতেও জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, সার্বিক ভাবে সঙ্গমের জল স্নানের উপযুক্তই ছিল। এখন প্রশ্ন হল, এই কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদই সঙ্গমের জলকে দূষিত বলে ঘোষণা করেছিল কীসের ভিত্তিতে? নতুন করে আবার ওই রিপোর্ট দেওয়ার প্রয়োজনই বা পড়ল কেন?

বেআইনি নির্মাণ রুখতে তৈরি সেন্ট্রাল ডেমোলিশন স্কোয়াড

নিজস্ব প্রতিবেদন: গার্ডেনরিচের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে কলকাতা পুরনিগম। এবার সেই উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করতে গঠিত হল সেন্ট্রাল ডেমোলিশন স্কোয়াড। বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করা, তা দ্রুত ভেঙে ফেলা এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের নির্মাণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে কাজ করবে এই বিশেষ দল।

সম্প্রতি পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়, যেখানে বেআইনি নির্মাণ ঠেকানোর কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সঠিক সমন্বয় রেখে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে এই কাজ পরিচালনার জন্য সেন্ট্রাল ডেমোলিশন স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে। স্কোয়াডের কাজ মূলত, বেআইনি নির্মাণ দ্রুত চিহ্নিত করে তা ভেঙে ফেলার জন্য পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অনুমোদিত নির্মাণের ওপর কঠোর নজরদারি চালানো, যাতে নতুন করে বেআইনি ভবন গড়ে না ওঠে। বেআইনি নির্মাণ ভাঙার সময় যে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়, তা দক্ষতার সঙ্গে সামাল দেওয়া। মিউনিসিপাল অথরিটি বা ডিজি বিল্ডিং-এর নির্দেশ অনুযায়ী বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কাজে সহায়তা করা। প্রয়োজনে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী নামানোর উদ্যোগ নেওয়া। প্রতিটি বড় বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, তা নথিভুক্ত করা ও নিয়মিত নজরদারি করা। কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন আইনের আওতায় বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সেন্ট্রাল ডেমোলিশন স্কোয়াডটি কলকাতা পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগের ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার (নর্থ)-এর নজরদারিতে থাকবে। স্কোয়াড পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন একজন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, যাকে সহায়তা করবেন একজন সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ও সাতজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার।

উল্লেখ্য, প্রায় এক বছর আগে গার্ডেনরিচে নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনার পর থেকেই কলকাতা পুরনিগম বেআইনি নির্মাণ রুখতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবুও শহরের বিভিন্ন জায়গায় বেআইনি ভবন নির্মাণের প্রবণতা অব্যাহত। এমনকি বেআইনি ভবন ভাঙার সময় প্রশাসনের বাধার মুখে পড়ার ঘটনাও ঘটেছে। এই সমস্ত সমস্যার সমাধানেই এবার গঠিত হল সেন্ট্রাল ডেমোলিশন স্কোয়াড। নতুন এই স্কোয়াডের কার্যক্রম শুরু হলে কলকাতায় বেআইনি নির্মাণ অনেকটাই রোখা সম্ভব হবে বলে মনে করছে পুর কর্তৃপক্ষ।

বাংলা মন্দিরে ভাঙচুর ও প্রতিমা অবমাননার অভিযোগ, কঠোর পদক্ষেপের দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশ নয়, খোদ রাজ্যের একাধিক স্থানে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙচুর ও মন্দিরে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে, এবং রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এই ঘটনার নিন্দা ও কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে নিজের সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্টে রাজ্য সরকারের কড়া সমালোচনা করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি তার পোস্টে, তমলুক ও বসিরহাটে মন্দির অবমাননার অভিযোগ তোলেন। শুভেন্দু লেখেন, 'শনিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার শ্রীরামপুরে একটি ক্লাবের পাশের হিন্দু দেবতার মূর্তিতে আগুন

লাগিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। অন্যদিকে, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার অন্তর্গত শঙ্কচূড়া এলাকায় একটি কালী মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। দুষ্কৃতীরা মায়ের একটি হাত ভেঙে দিয়েছে বলে জানা গেছে। অভিযোগ, এলাকাটিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাসিন্দার সংখ্যা কম হওয়ায় বাইরের হিন্দুদের প্রবেশে বাধা দেওয়া হচ্ছে, এমনকি সাংবাদিকদেরও ঘটনাস্থলে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।'

ঘটনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নিজের সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে তার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের ঘটনাগুলি ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিএনএস ২৯৫, ২৯৫ (এ), ১৫৩ (এ) এবং ৫০৬ ধারার আওতায় অপরাধ বলে গণ্য হয়। ধর্মীয় স্থান অবমাননা, সাম্প্রদায়িক উসকানি এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার জন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি। তবে, এই ধরনের ঘটনাগুলি রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট করতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রাজ্যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি এড়াতে এবং ধর্মীয় স্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে কিনা, তা নিয়ে এখন নজর থাকবে প্রশাসনের ভূমিকার ওপর।

মহাকুম্ভে পুণ্য স্নান উপলক্ষ্যে হালিশহরে সেবামূলক কাজে অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভক্তদের বিশ্বাস, মহাকুম্ভে স্নান করলে নাকি সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এবারে প্রয়াগরাজে ভক্তদের পুণ্য স্নানের ঢল নেমেছিল। যদিও মহাকুম্ভে পুণ্য স্নান করার পর চিরাচরিত প্রথা মেনে সনাতনীরা নরনারায়ণ সেবাও করে থাকেন। এবছর প্রয়াগরাজে পুণ্য স্নানে গিয়েছিলেন হালিশহরের বাসিন্দা সন্তোষ রায়, রাজু দাস, তাপস চৌধুরী ও সঞ্জয় সরকার। রবিবার এঁদের উদ্যোগে হালিশহর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের হ্যালাগুা কলোনিতে আয়োজিত সেবামূলক অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে এবারে মহাকুম্ভে পুণ্য স্নানের নতুন রেকর্ড গড়েছে মহাকুম্ভ মেলা। তাই এবারের মহাকুম্ভ মেলা বিশেষ নজর কেড়েছে গোটা বিশ্বে। বাংলায় সনাতনীদের রক্ষার্থে একজোট হওয়ার বার্তাও দিলেন তিনি। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, সুদীপ্ত দাস, আনন্দ পান্ডে, প্রাক্তন কাউন্সিলর বন্ধু গোপাল সাহা, রাজু শ্রীবাস্তব, চন্দন গুপ্তা, অরিন্দম দে, বিপ্লব ঘোষ প্রমুখ।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক ইন্দিরা ধর। আইডিএ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার অফিসে অনুষ্ঠিত এই বিশেষ দিনে ৭ জন বিশিষ্ট মহিলা দন্ত চিকিৎসককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হয়রানি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির উপর আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তব্য রাখেন মৌ সেন।

শিয়ালদার এনসিসি কোচিং ডিপো নারী শক্তির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব রেল তার মহিলা কর্মীদের মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিকভাবে সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করছে। নারীদের ক্ষমতায়ণের একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ফলে পূর্ব রেলের কর্মপরিবেশ আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়ে উঠছে। শিয়ালদা বিভাগের এনসিসি কোচিং ডিপো, কোচিং ডিপো অফিসার শ্রীমতি দিব্যা ভার্মা-এর নেতৃত্বে, মহিলা কর্মীদের উন্নতির পথে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

শিয়ালদা বিভাগের এনসিসি কোচিং ডিপো নারীর ক্ষমতায়ণের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। নারীদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা প্রদান এবং সমান সুযোগ নিশ্চিত করা। এই লক্ষ্যেই এই কর্মসংস্থান গঠিত হয়েছে। শ্রীমতি দিব্যা ভার্মা, কোচিং ডিপো অফিসার হিসেবে, নেতৃত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তার নেতৃত্বে চলতি অর্থবছরে প্রায় ৭০০০টি মেইল/এক্সপ্রেস/যাত্রীবাহী ট্রেন সফলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে শিয়ালদা ডিপোতে। বর্তমানে শিয়ালদা ডিপোতে ১১০ জন মহিলা কর্মী কর্মরত রয়েছেন, যারা পুরুষ সহকর্মীদের পাশাপাশি সমান দায়িত্ব পালন করছেন। মহিলা কর্মীরা দক্ষতার সঙ্গে ট্রেনের নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামের পরীক্ষা ও মেরামত, এয়ার ব্রেক টেস্টিং এবং ১০০ শতাংশ ব্রেক পাওয়ার নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। এছাড়াও, কার্পেন্ট্রি ও প্লাম্বিং-এর মতো ক্ষেত্রেও তারা সফলভাবে কাজ করে চলেছেন। রাজধানী এক্সপ্রেস-এর মতো প্রিমিয়াম ট্রেনের রক্ষণাবেক্ষণ নারী সুপারভাইজার মিস মানিতা সরকার-এর নেতৃত্বে সম্পন্ন হচ্ছে। বায়ো-টয়লেট এফ্লুয়েন্ট টেস্টিং ল্যাবরেটরি, যা বায়ো-টয়লেটের স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখতে নিষ্কাশিত বর্জ্যের পরীক্ষা করে, সেখানে বেশিরভাগ কাজই মহিলা কর্মীদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রশাসনিক কাজ, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও রেকর্ড সংরক্ষণ-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও মহিলা কর্মীরা দক্ষতার সঙ্গে সামলাচ্ছেন। শিয়ালদা ডিপোতে এই অর্থবছরে প্রায় ৫২ লক্ষ ওয়াশড লিনেন প্যাকেট উৎপাদন করা হয়েছে, যা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কোচের যাত্রীদের জন্য মেকানাইজড লন্ড্রিতে প্রস্তুত করা হয়। এই প্লান্টের কার্যক্রম ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মান নিশ্চিত করতে মহিলা কর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

শিয়ালদা এনসিসি ডিপো (নিউ কোচিং কমপ্লেক্স)-র মহিলা কর্মীরা, দিব্যা ভার্মার নেতৃত্বে, দক্ষতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে কোচিং ডিপোর কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এটি শুধুমাত্র নারীদের ক্ষমতায়ণের এক অনন্য দৃষ্টান্ত নয়, বরং সমাজের প্রচলিত ধ্যানধারণাকে ভেঙে নারীরা কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম, তারও একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

রামকৃষ্ণ দেবের ১৯০তম জন্মমহোৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার বেলুড় মঠে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৯০তম জন্মমহোৎসবকে কেন্দ্র করে এক ভক্ত কর্মসূচি পালিত হয়। রবিবার ভোর ৪টে ৩০ মিনিটে মঙ্গলারতির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর সারাদিন জুড়ে চলে নানা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যা সমগ্র পরিবেশকে এক অপার্থিব আনন্দে ভরিয়ে তোলে। রামকৃষ্ণদেবের মন্দিরের পাশে, ঠিক গঙ্গার ধারে অস্থায়ী মঞ্চে সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বেদ পাঠ, স্তব গান, ভজন, রামকৃষ্ণ পুঁথি পাঠ ও তার ব্যাখ্যা শোনানো হয়। পদাবলী কীর্তন, ভক্তিগীতি, বাউল গান, কবিগান ও লোকগীতি এই মহোৎসবের পরিবেশকে আরও মনোমুগ্ধকর করে তোলে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শিল্পীরা এই মহোৎসবে অংশগ্রহণ করেন।

বিশেষ এই দিনে বেলুড় মঠ সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল দর্শনার্থীদের জন্য। শুধু মঠের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যই নয়, আশেপাশে বসেছিল বিশাল মেলা। সকাল থেকেই ভক্তদের এই মেলায় অংশ নিতে দেখা যায়। বেলা ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত মা সারদা সদব্রত প্রসাদালয়ে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানেও হাজার হাজার ভক্তকে মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতির মাধ্যমে এই মহোৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ কে চিকিৎসা করতেন হাওড়ার ভূমিপুত্র মহেন্দ্র লাল

রাজীব মুখোপাধ্যায় ● হাওড়া

কিছু দিন হল কাশিটা বেড়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের। শুনে ডাক্তারবাবু বললেন, 'আবার কাশি হয়েছে! তা কাশীতে যাওয়াই ভাল। যে অসুখ তোমার হয়েছে, লোকদের সঙ্গে কথা কওয়া হবে না। তবে আমি যখন আসব, কেবল আমার সঙ্গে কথা কইবে।'

কাশীপুরে এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, অসুস্থ রামকৃষ্ণদেবকে নিয়ে নৌকা করে বেড়াতে যাওয়া যাবে কি না। ডাক্তারবাবুর অমত। সরাসরি না করেননি, কিন্তু বলেছিলেন, 'না, যেশাশ ক্রাইস্ট তো জলের উপর হেঁটে যেতেন!' আপাত-রূঢ় এক চিকিৎসক, যিনি রামকৃষ্ণদেবকে দেবতা রূপে পুজো করার কড়া সমালোচনা করেন। অথচ কী এক অমোঘ টানে মহেন্দ্রলাল সরকার রোজই চলে আসেন তাঁর এই বিশেষ রোগীটির কাছে, তাঁর চোখে রামকৃষ্ণদেব অসাধারণ গুণবিশিষ্ট, জ্ঞানী ব্যক্তি, যাঁর কথা তাঁকে আবিষ্ট করে রাখে। এমনটাই স্বীকারোক্তি করেছিলেন নিজের কাছে মানুষদের কাছে। তৎকালীন বিখ্যাত চিকিৎসক যা খ্যাতি ও পসার ছিল দূর-দুরান্ত অবধি ছড়িয়ে। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যখন রোগগ্রস্ত হয়েছিলেন তখন ঠাকুরকে চিকিৎসা করতেন ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার। তিনি শেষ বয়সে মা সারদার চিকিৎসাও করেছিলেন। ২ রা নভেম্বর ১৮৩৩ সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের পাইক পাড়ায়। তাদের বংশের সদস্যরা জানান তিনি একটি ছোট কুঠিরে জন্ম গ্রহণ করেন। সেই কুটির শরিকদের মধ্যে ভাগাভাগীর পর রন্ধন শালা হয়, বর্তমানে এখন ভগ্ন দশায় পড়ে আছে। খুব ছোট বয়সে তিনি অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছিলেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা ও আট বছর বয়সে মাতৃহারা হন। বাবাকে হারাবার পর মহেন্দ্রলাল সরকারকে মা

কলকাতার নেবুতলায় মাতুলালয়ে নিয়ে চলে যান এবং সেখানেই বড় হয়ে ওঠেন। এবং কলকাতাতেই পড়াশোনা করে তার ডাক্তার হয়ে ওঠা প্রথমে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার ডিগ্রি নিয়ে পাশ করে চিকিৎসা করলেও পরে হোমিওপ্যাথি নিয়ে পড়াশুনা করে চিকিৎসা শুরু করেন।

ডা. সরকার রাণী রাসমণির পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। সেই সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার ভার তাঁকে দেওয়া হয়। তিনি ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ কে চিকিৎসা করেছিলেন। এমনকি পরে মা সারদা কেও চিকিৎসা করেছেন। এই মহান ব্যক্তির এই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করার জন্য পরিবারের বর্তমান সদস্যরা যেমন গর্বিত সেই সঙ্গে জগৎবল্লভ গ্রামবাসীর অনুরোধে তার নামে দক্ষিণ পূর্ব রেলের হাওড়া আমতা শাখার মহেন্দ্রলাল নগর রেল স্টেশন নাম রাখা হয়। এলাকার একটি গ্রামের রাস্তা তার নামে করা হয়েছে। ঠাকুরকে তিনি চিকিৎসা করেছেন গ্রামের সকল মানুষের কাছে গর্ব বলে আগামী দিনের প্রজন্ম যাতে ভুলে না যায় তাকে যেন মনে রাখে তাই এই রেল স্টেশন ও রাস্তা তার নামে করা হয়। বাড়ির নাত বৌ রেখা সরকার বলেন, 'তিনি যে ঘরটিতে জন্মেছিলেন সেই ঘরটি পাতা দেওয়া ছাউনির ঘর ছিল। সেই স্থানটি এখনও আছে, যদিও ঘরটি নেই। এখন ওই স্থানে রান্নাঘর রয়েছে। পরিবারের অনেকেই কর্মসূত্রে বাইরে থাকে। তার বাল্যকাল খুবই দারিদ্রর মধ্যেই কেটেছে। পরে উনি চিকিৎসক হন। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করেন, পরে হোমিওপ্যাথিতে মনোনিবেশ করেছিলেন।' এলাকার বাসিন্দা সানু মাঝি বলেন, 'ওঁনার মতো স্বনামধন্য মানুষ এখানে জন্ম নিয়েছিলেন, তাতে আমরা গর্বিত। ওঁনার নামেই এই স্টেশন ও রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে। ওঁনার বাড়ির সামনে ওঁনার একটি মূর্তিও স্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তী প্রজন্ম যাতে ওনাকে মনে রাখে তাই এটা করা হয়েছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর ব্যাপারে মহেন্দ্রলালের ডায়েরি থেকে জানা যায়, তিনি কাশীপুর উদ্যানবাটীতে এসে রামকৃষ্ণদেবকে দেখে ঘোষণা করেন, এটা সমাধি নয়, আগের রাতে একটা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ডায়েরিতে ইংরেজিতে লিখেছিলেন, 'খাবার পর যেতে হয়েছিল প্রথম ডাফ স্ট্রিটের এক মহিলা রোগীকে দেখতে, তারপর পরমহংস দেবের কাছে, গিয়ে যাঁকে মৃত দেখলাম। তিনি গতরাত্রি একটায় মারা গিয়েছেন। দেখলাম বাঁ-পাশ ফিরে শুয়ে আছেন। পা দু'টি গুটানো, চোখ খোলা, মুখ খানিকটা খোলা। তাঁর ভক্তরা মনে করেছিলেন তিনি সমাধিস্থ, মৃত নন। আমি সেই ধারণা দূর করলাম। তাঁর একটা ফটো তুলতে বললাম এবং আমার চাঁদা হিসাবে দশ টাকা দিলাম।' ১৯০৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ভোরে দুধ খাওয়ার পর ছেলের কাছে লেখার কাগজ-কলম চাইলেন। দু'-একটা টুকরো টুকরো শব্দ। তার পর হাত থেকে কলম খসে পড়ে। যদিও এখনও অনেকেই জানেন না ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের যিনি চিকিৎসা করেছিলেন তিনি হাওড়ায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১০ ই মার্চ। ২৫ শে ফাল্গুন। সোম বার। শুক্লা একাদশী তিথী। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখ বর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। । আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যাটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন । বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

(আমলকী একাদশী তিথি।)

নাম-পদবী

আমি Saibal Chatterjee s/o Late Sambhunath Chatterjee, গ্রাম- Kushpata, পো- Ghatal, জেলা- Paschim Medinipur। আমার সমস্ত Banking ও Tax documents Saibal Chatterjee (Harh) নামে আছে। গত ইং-০৩/০৩/২০২৫ তারিখে in the court of Ld A.C.J.M (1st class) at Ghatal এর ৪৩ নং এফিডেভিট বলে, Saibal Chatterjee, Saibal Chatterjee (Harh), Saibal Harh s/o Late Sambhunath Chatterjee এবং s/o Late Sambhunath Harh এক ও অভিন্ন ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

নাম পদবী

আমি MD ASFAQUE EHSAN পিতা LT. MD ZEHIR EHSAN সিউড়ি সাজানো পল্লীর বাসিন্দা। ড্রাইভিং লাইসেন্সে (WB 53 20050032007) আমার নাম ভুলবশত MD ASFAQUE EHASAN হয়ে গেছে। সিউড়ি আদালতের ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় কোর্টের আদেশ বলে ৬ মার্চ ২০২৫ থেকে আমি MD ASFAQUE EHSAN হিসেবে পরিচিতি লাভ করিলাম।

MD ASFAQUE EHSAN এবং MD ASFAQUE EHASAN এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, **Tapan Kumar Guha** S/O late Sachindra Mohan Guha born on 13.03.1965 residing at 40/17/2 Shayamasree Pally, Bkp, Kol-122. have changed my name to **Tapan Guha** vide affidavit no. 36AA576382 dated 4.2.2025 at Bkp

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১০ মার্চ ২০২৫, ২৫ ফাল্গুন ১৪৩১ সোমবার

জেএনইউ'র পর এবার যাদবপুরকে ঠাণ্ডা করার দাওয়াই দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুরকাণ্ডে ফের সুর চড়িয়ে হুঙ্কার বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের। সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পর এবার যাদবপুর ঠাণ্ডা করার দাওয়াই দিচ্ছেন দিলীপ। তাঁর মন্তব্য, দেশবিরোধীদের কীভাবে ঠাণ্ডা করতে হয়, জেএনইউ-তে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাদবপুর ক্যাম্পাস চিরদিনই মাওবাদীদের আখড়া বলেও তোপ দেগেছেন তিনি।

দিলীপ ঘোষ বলেন, 'তৃণমূলের লোকেরা ডায়লগ দেয় শুধু। আজ পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার কোথায় গন্ডগোলটা থামাতে পেরেছে ওরা? সন্দেশখালি থেকে আরম্ভ করে বগটুই, এত বড় বড় ঘটনা ঘটল, রোজ রেপ মার্ডার হচ্ছে, এরা ডায়লগবাজ খালি। হিম্মত থাকলে ঢোকাও পুলিশ ওখানে।দ এরপরই তিনি বলেন, 'জেএনইউ-তে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, যাদবপুর কীভাবে ঠাণ্ডা করতে হয়। যাদবপুর তো চিরদিনই মাওবাদীদের আখড়া। ক্যাম্পাসের ভিতরে কোনও রাজনৈতিক অস্তিত্ব নেই। কিছু পুরনো লোক রয়েছেন, যারা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। আর যারা নতুন ছেলেমেয়েরা যায়, তাদের ওখানে মাথা খাওয়া হয়। দিল্লিতে ওরকম চলেছিল, আজ হিম্মত নেই কিছু করার।'

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ির ধাক্কায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়ের জখম হওয়ার অভিযোগের প্রেক্ষিতে তপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। আর তার আঁচ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বাংলায়। এর আগেও প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ এই প্রেক্ষিতেই যাদবপুর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'কীভাবে আমরা সার্জিকাল স্ট্রাইক করেছিলাম, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনারা দেখেছেন।' এবার দিলেন ঠাণ্ডা করে দেওয়ার দাওয়াই। এসএফআই নেতা সৃজন ভট্টাচার্য বলেন, 'দিলীপ ঘোষ জেএনইউ-এর সর্বশেষ ভোটের রেজাল্টটা জানেন না। এত কিছুখ ঐশীদের মাথা ফাটানোর পরও জেএনইউ-তে যে ভোট হয়েছিল, সেখানে এবিভিপি গোহারা হেরেছিল, বামপন্থীরা হইহই করে জিতেছিল। এর আগেও দিলীপ ঘোষ যাদবপুর সম্পর্কে বলেছিলেন ঠ্যাং ভেঙে দেব, তখন তিনি খড়্গপুরের সাংসদ ছিলেন। যাদবপুরের ঠ্যাং তো ভাঙতে পারলেন না, আরও বর্ধমানে গিয়ে হেরে গেলেন।'

পিছোচ্ছে না, ১৫ মার্চই হবে অভিষেকের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের তালিকা যাচাইয়ের বৈঠকের দিন পিছবে। বৈঠক হবে ১৫ মার্চই। ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজে জেলায় জেলায় তৈরি কোর কমিটি স্থগিত হয়ে যাওয়ার পর বৈঠকের বসার কথা ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। জেলা সভাপতি এবং চেয়ারম্যানদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন অভিষেক। বৃহস্পতিবার তৃণমূল কোর কমিটির বৈঠকের দিন স্থির হয়েছিল। প্রথমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বৈঠক হবে ১৫ মার্চই। তবে দোল ও হোলি উৎসবের কারণে বৈঠক ১৬ মার্চ হবে বলে জানানো হয়েছিল।

রবিবার ফের সব নেতাদের জানানো হয়েছে, বৈঠকে হবে ১৫ তারিখেই। ওই দিন বিকাল চারটেয় ভার্চুয়ালি বৈঠক করবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি , চেয়ারম্যান, বিধায়ক, সাংসদ এবং শাখা সংগঠনের প্রতিনিধিদের। রাজ্যে 'ভুয়ো ভোটার'-এর আশঙ্কার কথা জানিয়ে নেতাজি ইন্ডোরের বৈঠকে দলীয় কর্মীদের পথে নামার বার্তা দিয়েছিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজে মমতার গঠিত রাজ্য স্তরের কমিটির সদস্য হলেও বৃহস্পতিবারের বৈঠকে ছিলেন না অভিষেক। সুব্রত বক্সীর নেতৃত্বে হয়েছিল বৈঠক। নেত্রীর এই নির্দেশের পরই জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে রাজ্য নেতৃত্ব বৈঠকে বসেন। বৈঠকে স্থির হয়, সাংগঠনিক জেলাভিত্তিক কমিটি করে ভূতুড়ে ভোটার খোঁজা হবে। মমতার নির্দেশে সেই কমিটিতে পড়ে রেড সিগন্যাল! অর্থাৎ কমিটি স্থগিত করার নির্দেশ দেন নেত্রী। দলীয় সূত্রে খবর, কমিটি গঠনের এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে 'অবহিত' ছিলেন না তৃণমূলনেত্রী। এরপরই জানা যায়, জেলা সভাপতি এবং চেয়ারম্যানদের নিয়ে বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত নেন অভিষেক।

দোলে চড়বে তাপমাত্রার পারদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাতে আর মাত্র ক'টা দিন। দোকানে দোকানে নানা রঙের পসরা সাজিয়ে বসছেন বিক্রেতারা। এদিকে আবহাওয়া দপ্তর বলছে এবার দোলে দেখা যাবে গরমের দাপট। দিনের তাপমাত্রা ৩-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। একইসঙ্গে ৩৮ ডিগ্রি ছুঁতে পারে পশ্চিমাঞ্চলের পারদ। ৩৬ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছবে কলকাতার তাপমাত্রা।

এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪২ থেকে ৯৩ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। একইসঙ্গে সাতসকালে ও রাতের দিকে যে ঠান্ডা ঠান্ডা ভাবটা অনুভব করা যাচ্ছিল সেটাও দ্রুত উধাও হবে বলেই জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে মূলত শুষ্ক আবহাওয়াই থাকছে। দেখা মিলবে পরিষ্কার আকাশের। দক্ষিণে সেই অর্থে বৃষ্টির পূর্বাভাস না থাকলেও ভিজতে পারে উত্তরবঙ্গের ৫ জেলা। আবহাওয়া দপ্তর বলছে, বুধ ও বৃহস্পতিবার বসন্ত উৎসবের আগে বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং-সহ উপরের পাঁচ জেলায়। উত্তরবঙ্গের প্রায় সব পার্বত্য জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। বুধবার ও বৃহস্পতিবার বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ। তবে আগামী চার থেকে পাঁচ দিন এই জেলাগুলিতে তাপমাত্রার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না।

বাংলা দুষ্কৃতীদের মরুদ্যান হয়ে উঠেছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার ভর সন্ধেয় বেলঘড়িয়া থানার কামারহাটি পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর বাসুদেবপুর এলাকায় দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া গুলিতে জখম হয়েছেন তৃণমূল কর্মী বিকাশ সিং-সহ দু'জন। কামারহাটির গুলি কাণ্ডের ঘটনা নিয়ে রবিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করেন, 'পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতি এখন ভয়ঙ্কর। পশ্চিমবাংলা দুষ্কৃতীদের মরুদ্যান হয়ে উঠেছে। কামারহাটির জনবহুল এলাকায় শুটআউটের ঘটনা নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, ওখানে টেক্সমেকো কারখানায় ঠিকাদারি এবং মালপত্রের যোগান দিয়ে বিবাদ চলছে। তাছাড়া ওখানে তোলাবাজি নিয়ে বিধায়ক মদন মিত্র ঘনিষ্ঠ মস্তান গুড্ডুর সঙ্গে কাজিয়া তুঙ্গে বিকাশ সিংয়ের। বিকাশ সিং আবার স্থানীয় কাউন্সিলর নির্মলা রাই ঘনিষ্ঠ।' তাঁর আরও দাবি, 'তোলাবাজি এবং টেক্সমেকো কারখানায় ঠিকাদারি নিয়ে বিবাদের জেরেই এই গুলির ঘটনা। তাঁর সংযোজন, কলকাতা লাগোয়া হওয়ায় কামারহাটি তোলাবাজির চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। আর কামারহাটিতে কিছু ঘটলেই মদন মিত্র বুঝে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। কিন্তু কাজের কাজ উনি কিছুই করতে পারেন না।' তৃণমূলকে নিশানা করে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, 'দুষ্কৃতীরা এখন কাউন্সিলররা। আবার দলের পদ নিয়ে বসে আছেন সেই দুষ্কৃতীরাই। পুলিশ কার্যত এখন দিশেহারা। পুলিশের কিছু করার নেই। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তৃণমূলের বিধায়ক থেকে শুরু কাউন্সিলর এবং নেতারা পুলিশকে ভাগ পাঠায়। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে কাউন্সিলর নির্মলা রাই ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছেন না।' তাঁর কটাক্ষ, 'কামারহাটি দুষ্কৃতীদের আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে মরুদ্যান হয়ে গেছে।' তাঁর দাবি, বিটি রোড লাগোয়া বর্ধিষ্ণু সনাতনীদের একটা এলাকা আছে। ওখানেও জোরকদমে তোলাবাজি চলছে। দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যে ওখানকার বাসিন্দারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। তাঁর কটাক্ষ, 'আসলে বিধায়ক, পুরপ্রধান, কাউন্সিলর, পুলিশ এখন তো মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।' গেরুয়া শিবিরের লড়াকু সৈনিক অর্জুন সিং এদিন দাবি করেন, 'বাংলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়ন্ত্রণে নেই। দুষ্কৃতীরাই তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট মেশিনারি। সুতরাং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদের বাইরে যেতে পারবেন না।'

দু'মাসের 'বেতন বকেয়া' কলকাতা পুরসভার ১০০ দিনের কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বছরের শুরু থেকেই বেতনহীন কলকাতা পুরসভার কর্মীদের একাংশ। দু'মাসের বেতন নেই কলকাতা পৌরসভার ১০০ দিনের কর্মীদের। দক্ষ এবং অদক্ষ মিলিয়ে প্রায় ১৪ হাজার প্রকল্পের কর্মী বিপাকে। হোলির আগেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে বকেয়া ও মাইনে, আশ্বাস মেয়র পরিষদের।দু'মাস বেতনহীন পুর কর্মচারীদের একাংশ। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি পেরিয়ে মার্চ মাস। এ বছরে বেতনই পাননি কলকাতা পুরসভার ১০০ দিনের কর্মীরা। প্রায় ১৪ হাজারের বেশি একশ দিনের প্রকল্প কর্মী।

সমাজ মাধ্যমে সেই ঘটনার কথা তুলে ধরে ফিরহাদ হাকিমকে প্রশ্ন ছুঁড়েছেন বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ। তবে আগামী ৭ দিনের মধ্যেই বকেয়া দুই মাসের মজুরি একলপ্তে কর্মীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন কলকাতা কর্পোরেশনের ১০০ দিনের প্রকল্প বা শহুরে রোজগার যোজনার দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ সদস্য অসীম বসু। আলো ঝলমলে শহর ভাসে উৎসবে। উৎসবের এই শহরকে সুন্দর করে রাখেন ১০০ দিনের প্রকল্পের কর্মীরা। জঞ্জাল সাফাই থেকে নিকাশি বা উদ্যান পরিচর্যা থেকে স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রচার যারা করে থাকে। বর্তমানে সেই কলকাতা পুরসভার পরিষেবার মেরুদণ্ড শহুরে রোজগার যোজনা বা ১০০ দিনের কর্মীরা গত দু'মাস পরিবার নিয়ে অন্ধকারে। দিন আনি দিন খাই পরিবারে নামমাত্র মজুরির বিনিময় যে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেন তাঁরা মজুরি পাননি দু-একদিন নয় দু'মাস অতিক্রান্ত। কলকাতা পুরসভা দীর্ঘদিন স্থায়ী পদে লোক নিয়োগ করেনি। জঞ্জাল সাফাই বিভাগ থেকে শুরু করে নিকাশি, উদ্যান, রাস্তা, ইঞ্জিনিয়ারিং সব বিভাগে প্রচুর শূন্যপদ। সেই স্থায়ী কর্মীদের কাজ নামমাত্র দিনমজুরির বিনিময় করেন এই প্রকল্পের কর্মীরা। এই মুহূর্তে এই প্রকল্পের কর্মীদের সংখ্যা ১৪ হাজারের ও বেশি।

কাজ করেও বেতন পাচ্ছেন না কর্মীরা। কলকাতা পুরসভার এই ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছেন বিরোধী কাউন্সিলররা। বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ ফেসবুকে পোস্ট করে মেয়রের কাছে জবাব চেয়েছেন। তিনি সংবাদমাধ্যমে বলেন, '১০০ দিনের কর্মীরা তৃণমূল কর্মী। তবে খারাপ লাগে আমার ওয়ার্ডে শুধু পাচ্ছেন না টাকা এমন নয় গোটা কলকাতায় পাচ্ছেন না। যে ওয়ার্ডে তৃণমূল কাউন্সিলর সেখানেও পাচ্ছেন না। নামমাত্র মজুরির বিনিময়ে পেটের তাগিদে খাটে। কিন্তু কাজ করে সময় মতো মজুরি পান না। সত্যি নিন্দা জানানোর ভাষা নেই।' সিপিআই কাউন্সিলর কলকাতা পুরসভায় পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারপারসন মধুছন্দা দেব বলেন, 'মাঝে মধ্যেই এই ঘটনা ঘটে। যারা এই প্রকল্পের কর্মী তারা একদম প্রান্তিক পরিবারের। স্থায়ী কর্মীর কাজ করেন নামমাত্র টাকায়। কাজ করার পর দু-একদিন নয় টানা দু'মাস টাকা পাচ্ছেন না। অবিলম্বে এই টাকা তাদের মিটিয়ে দেওয়া হোক। আমি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে বলেই আশ্বাস দিয়েছেন।'

কলকাতা মেডিক্যালে মদ্যপ পুলিশের মাতলামি, হতভম্ব রোগীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘড়ির কাঁটা রাত এগারোটা ছুঁইছুঁই। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে এক পুলিশ কর্মীর কীর্তি দেখে হতভম্ব দশা রোগীর পরিজনরা। কারণ, উর্দিধারী মদ্যপ অবস্থায় রীতিমতো লুটোপুটি খেলেন জরুরি বিভাগের সামনে। কোনওক্রমে তাঁকে ধরে ভিতরে নিয়ে যান সহকর্মীরা। এদিনের এই ঘটনা আরও একবার প্রশ্ন তুলে দিল পুলিশের ভূমিকা নিয়ে।

শহরের অন্যতম সরকারি হাসপাতালগুলোর মধ্যে একটি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। প্রতিনিয়ত দূর-দূরান্ত থেকে রোগী আসে এখানে। বহু রোগীর পরিবারের সদস্যরা হাসপাতাল চত্বরে থেকে যান। অপেক্ষা করেন সুস্থ করে পরিবারের সদস্যকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার। শনিবার রাতেও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে বহু রোগীর পরিবারের সদস্যরা ছিলেন।

মে মাসে চালু হতে পারে হাওড়া ময়দান-সেক্টর ফাইভ মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন: মে মাসের শেষেই চালু হয়ে যেতে পারে হাওড়া ময়দান-সেক্টর ফাইভ মেট্রো পরিষেবা। জুড়তে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত এসপ্ল্যানেড-শিয়ালদা অংশ। আর তাহলেই মাত্র ১১ মিনিটে যাত্রীরা পৌঁছে যাবেন হাওড়া থেকে শিয়ালদহ। আর হাওড়া থেকে সেক্টর ফাইভ পৌঁছে যাওয়া যাবে মিনিট পঁচিশের আগেই। সেই লক্ষ্যেই কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। মেট্রো-সূত্রে খবর, শিয়ালদা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো রুট জুড়তে পুরোপুরি তৈরি বউবাজার। এই অংশ কতটা নিরাপদ তা আড়াই দিন ধরে খতিয়ে দেখল মার্কিন সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল সেফটি অডিট অ্যাসোসিয়েশন। এরপর তাদের ছাড়পত্র পেলে মার্চের শেষেই কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি বা সিআরএস-কে আসতে বলা হতে পারে। ওই সংস্থা এই অংশটি পরীক্ষা করে দেখে ছাড়পত্র দিলেই বহু প্রতীক্ষিত এসপ্ল্যানেড-শিয়ালদহ অংশে যাত্রী নিয়ে ছোটা শুরু করবে মেট্রো।

এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদা অংশের দূরত্ব ২.৬৩ কিলোমিটার। বউবাজারে মাটির নিচে সুড়ঙ্গে বারংবার বিপর্যয়ে এই অংশটুকুর কাজ করতেই প্রায় ছ'বছর সময় পেরিয়ে গেল। অবশেষে তা শেষের পথে। শুধুই সিআরএসের ছাড়পত্রের অপেক্ষা। তবে মেট্রোর আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, সেফটি কমিশনার এই অংশ দেখে যাওয়ার পর কিছু মতামত দেবেন। সেই অনুযায়ী কাজ শেষ করতে হবে। সেই রিপোর্ট ফের যাবে সিআরএসের কাছে। সব দিক খতিয়ে দেখার পর অবশেষে দেওয়া হবে সবুজসংকেত। এর পাশাপাশি রাজ্যের থেকে ফায়ারপ্রুফ সার্টিফিকেটও লাগবে। হবে ফের ট্রায়াল রানও। তারপরই এই গোটা লাইনে বাণিজ্যিক পরিষেবা চালু করা সম্ভব হবে। আর এই পুরো প্রক্রিয়া শেষ হতে এপ্রিল মাসের পুরোটা লেগে যেতে পারে। আধিকারিকদের তরফে তাই মেট্রো কর্মী ও চালকদের জানানো হয়েছে, মে মাস থেকে পরিষেবা চালু হতে পারে। সেই মতো তৈরি থাকতে। তবে এবিষয়ে মেট্রোর তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। এই পরিষেবা চালু হলে সাধারণ মানুষেরও অনেক সুবিধা হবে। ১৬.৬ কিমি দীর্ঘ মেট্রো লাইনের টানা পরিষেবা। বর্তমানে বউবাজার অংশে সিগন্যাল টেস্ট চলছে। আশা করা হচ্ছে, আগামী সপ্তাহের মধ্যে সেই পরীক্ষা সম্পন্ন হয়ে যেতে পারে। এরপরই সুড়ঙ্গের ক্রস প্যাসেজে ফায়ারপ্রুফ দরজা বসানো হবে।

এর আগে বউবাজার অংশে মেট্রো লাইনে জিও ফিজিক্যাল টেমোগ্রাফিক সার্ভে চলেছিল। উল্লেখ্য, এর আগে মেট্রোর কাজের জেরে বউবাজারের বিস্তীর্ণ অংশের বহু বাড়ির দেওয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছিল। মেট্রোর কাজের জন্য বউবাজারে প্রথমবার ধস নেমেছিল ২০১৯ সালের ৩১ আগস্ট। সেই আতঙ্ক ফিরে আসে ২০২২ সালের ১১ মে। সেবছরই ১৪ অক্টোবর ফের ধস দেখা দেয় বউবাজারে। মাটির তলায় জল থাকায় মেট্রোর কাজে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বহু বাড়ি। এখনও পর্যন্ত এত বছরে মেট্রোর কাজের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বউবাজারের ৭০টি বাড়ি।

পার্ক স্ট্রিটে মহিলাদের সম্মান জানিয়ে কার র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কথায় আছে , 'যে রাঁধে, সে চুল-ও বাঁধে।' অর্থাৎ সমাজে মহিলারা যে কোনও অংশে কম নয় সেটা সবাই জানেন। দেশ হোক কিংবা রাজ্য শাসন, তারও উদাহরণ ইন্দিরা গান্ধী থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলা বাহুল্য, ভারতের রাষ্ট্রপতিও একজন মহিলা। তাই মহিলাদের কুর্নিশ জানাতে অনবদ্য উদ্যোগ নিল বেঙ্গল মোটর কার্স। রবিবার তাদের উদ্যোগে মহিলাদের নিয়ে আয়োজিত হয় এই কার র‍্যালি। যেখানে অংশগ্রহণ করেন মহিলারাই। এদিন পার্ক স্ট্রিট থেকে শুরু হয় এই যাত্রা। আয়োজকদের অন্যতম প্রতীম চৌধুরী জানান নারীরা আমাদের গর্ব। পাশাপাশি তিনি এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কুর্নিশ জানান। তবে শুধু জমকালো যাত্রা নয়, সঙ্গে অংশগ্রহণকারী সকলকে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার।

বিশ্ব মানচিত্রে হিন্দিকে টপকে গেল বাংলা ভাষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ব মানচিত্রে হিন্দিকে টপকে গেল বাংলা ভাষা। ভারতীয় কোনও কথ্য আঞ্চলিক ভাষার নিরিখে যে খবর গর্বের সীমা ছাড়িয়েছে সম্প্রতি। ২০২৩-এর এই ক্রম বলছে হিন্দি ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা সে বছর ছিল ৬০ কোটি ৯৫ লক্ষ। তৃতীয় স্থানে ছিল ভারতীয় এই অন্যতম আঞ্চলিক ভাষা। সেখানে বাংলা ছিল সপ্তম স্থানে। সে বছর বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা ছিল ২৭ কোটি ২৮ লক্ষ। ২০২৪-এর পরিসংখ্যান বলছে এই পর্যায়ক্রমেই হিন্দিকে টপকে গিয়েছে বাংলা। বিশ্বজুড়ে ঠিক কত সংখ্যক মানুষ এখন বাংলা ভাষায় কথা বলছেন? ইউনেস্কোর স্বীকৃতি-সহ 'গ্লোবাল পপুলেশন র‍্যাংক' অনুযায়ী তার রিপোর্ট প্রকাশ করে দেওয়া হবে কিছুদিনের মধ্যেই।

প্রত্যেক বছরই এই রিপোর্ট বদলায়। ২০২৪ সালের শেষে নানা সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে বাংলা ভাষার হাতে গরম এই ব্যাপ্তির হিসাব নিয়েছে ইউনেস্কো স্বীকৃত নির্দিষ্ট কয়েকটি সংস্থা, যারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বময় ছড়িয়ে। রিপোর্টের মূল ভিত বাংলাদেশ। তার সঙ্গে এ এই মানচিত্রের সংযোজিত হয়েছে এ দেশের পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা-সহ ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, মুম্বই ও দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা। তার সঙ্গে ইউরোপ, পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার একটা অংশে বেশ কিছু সংখ্যায় বাঙালির বাস। একইভাবে অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকার নানা প্রদেশে বাঙালি তথা বাংলা ভাষাভাষীর বাস এবং কাজ। ইউনেস্কো যাদের মাধ্যমে এই রিপোর্ট তৈরি করে, সেই সব সংস্থাই এই তথ্য সামনে এনেছে। তবে বিশ্বের নিরিখে বাংলা ভাষা হিন্দিকে টপকে গেলেও দেশে আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে সব থেকে ব্যবহারের তালিকায় থাকা হিন্দি ভাষাই প্রথম স্থানে রয়েছে। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের (আইএসআই) লিঙ্গুইস্টিক রিসার্চ ইউনিটের প্রধান অধ্যাপক ড. নীলাদ্রিশেখর দাস জানাচ্ছেন, এই রিপোর্ট সামনে আসায় বাঙালি হিসাবে গর্ব তো হবেই। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দায়িত্ব বেড়ে যায়। তার কারণ, কেন্দ্র সরকার, রাজ্য সরকার তো বটেই, বাংলাদেশ, ইউনেস্কো বা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, লন্ডন বা সোমালিয়ার মতো দেশের অর্থনীতিতেও এই রিপোর্ট প্রভাব ফেলে। যার তথ্যভাণ্ডার সমন্বয়ের একটা বড় অংশের কাজ আইএসআইয়ের মাধ্যমে হয়। সম্প্রতি তেমনই কিছু কাজ লন্ডন সরকারের সঙ্গে কাজ করছেন ড. দাস। তারই অন্যতম কাজ এই বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কী সেই কাজ? ড. দাস জানাচ্ছেন, 'শুধু যদি আমাদের দেশের কথাই ধরি, তাহলে কেন্দ্র সরকার দেখবে তার কত বাংলাভাষী নাগরিক দেশের বাইরে রয়েছেন। দেখা হয় তাঁদের ক'জন প্রবাসী। সঙ্গে দেখা হয় কতজন মানুষ দেশের কোনও কাজের সঙ্গে জড়িত, বাংলাভাষী কত মানুষ ভারতবর্ষের উপর নির্ভরশীল। সবটা দেখে ওই নির্দিষ্ট ভাষার মানুষের জন্য পালটা তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা, তাদের সঙ্গে যোগাযোগের পথ তৈরি রাখার মতো নানা সূদাতিসূদ কাজ চালাতে থাকে কেন্দ্র সরকার। অন্য দেশের অধিবাসী কিন্তু মাতৃভাষা বাংলা, এমন মানুষের তথ্যভাণ্ডারও তৈরি রাখা হয়।' তবে এই তথ্য শুধু কোনও দেশের সরকারেরই যে কাজে লাগে তেমন নয়, জানা গিয়েছে, বিভিন্ন দেশের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ওষুধ, প্রযুক্তির নানা দিক বা শিক্ষা সংক্রান্ত বেশ কিছু ক্ষেত্রে নানা সংস্থার বাণিজ্যিক ব্যবহারেও কাজে লাগে এই তথ্য। এই সংক্রান্ত প্রত্যেক দিনের তথ্য তাদের প্রয়োজন। তার উপর ভিত্তি করেই বিশ্বের নিরিখে নির্দিষ্ট ভাষার মানুষকে টার্গেট করে নিজেদের পণ্য বিক্রির বিজ্ঞাপন তৈরি করে ওই সংস্থাগুলি।

সম্পাদকীয়

‘আপ’-এর বিকল্প রাজনীতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অনৈতিকতায় তলিয়ে গেল

এ দেশে সাধারণত জাত, ধর্ম, কৌম, আঞ্চলিক স্বার্থ থেকে বা দল ভাঙার মধ্যে দিয়ে নতুন রাজনৈতিক দলের সূত্রপাত ঘটে। এবং সেখানে রাজনীতিতে সচরাচর সমাজ পরিবর্তন অপেক্ষা ব্যক্তিস্বার্থ, পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধি প্রাধান্য পায়। বামপন্থীরা অবশ্যই এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এই পথের বিরোধিতা করে আপের নতুন পথ, মতের প্রাধান্য ঠিক হয়েছিল; ‘আম’ স্বার্থ। যাঁরা এমন বললেন, দল গড়লেন, তাঁরা নিজেরাও অনেকেই ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ছেড়ে এলেন। বারো বছরের মধ্যে দু’টি রাজ্যের প্রশাসনে এবং অন্য কিছু রাজ্যে দলের সম্ভাবনা বিস্তার করলেন। কিন্তু ন্যায়, নীতি, সাধারণ জীবনচর্যার, স্বার্থরক্ষার পূর্ব প্রতিশ্রুত ‘আম’ পথটি বিস্মৃত হল। দলীয় বিস্তার প্রাধান্য পেল। প্রচারের জন্য ঘুরপথে অর্থ সংগ্রহ হল। নানা প্রকল্পে জনমন জয়ে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি হয়ে উঠল মূল কাজ। রামায়ণ পাঠ, হনুমান চালিসা, তীর্থ যাত্রা, ভজন, কীর্তনে নম্র মনোহরা হিন্দুত্ব বাছা হল উগ্র হিন্দুত্বের বিপরীতে। সংখ্যালঘু বিপন্নতায় থাকল নীরবতা অবলম্বন। আর পাঁচটি দলের সঙ্গে পার্থক্য ঘুচিয়ে দিতে আপ নিজেই তৎপর হয়ে উঠল। মেট্রো রেলে সওয়ার হয়ে যে মুখ্যমন্ত্রী প্রথম শপথ নেন; সমর্থকের দেওয়া সাধারণ গাড়ি ছিল যাঁর বাহন; সেই তিনিই কোটি কোটি টাকা খরচ করালেন নিজের বাসভবনের সংস্কারে। এ দেশে প্রথাগত, পরিবারগত রাজনৈতিক ধারার বাইরে থেকে অরাজনৈতিক বিকল্প রাজনীতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা বিশ্রী রকম অনৈতিকতায় তলিয়ে গেল।

শব্দবাণ-২১৫

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. পৃথিবী ৩. মনকে আকর্ষণ বা মুগ্ধ করে না এমন ৫. দেহ ৬. গাপ,গুপ্ত ৭. এক বলিউড অভিনেত্রী ৯. আলাপ-আলোচনার স্থান ১১. শিব ১২. ঘোড়ার বল্গা, রাশ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. রাজা ২. সমাধি, গোর ৩. নদী ৪. জন্ম, উৎপত্তি ৭. নৌরক্ষক ৮. পাচক, হজমি ৯. দন্তহীন ১০. যুদ্ধ, সমর।

সমাধান: শব্দবাণ-২১৪

পাশাপাশি: ২. পদ্মিনীকান্ত ৩. গল্পগুজব ৬. মনোরঞ্জক ৭. বঙ্গীকরণ।

উপর-নীচ: ১. কেনাগোলাম ২. পয়গম্বর ৪. গুণকরণ ৫. বর্হির্জগৎ।

জন্মদিন

আজকের দিন

মাধবরাও সিন্ধিয়া

১৯৪৫ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মাধবরাও সিন্ধিয়ার জন্মদিন।
১৯৪৯ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী পদ্মা খান্নার জন্মদিন।
১৯৭০ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ওমর আবদুল্লার জন্মদিন।

অভিশপ্ত জীবন থেকে নারীমুক্তিই ছিল বিদ্যাসাগরের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৎ কাজ

স্বপনকুমার মণ্ডল

বিধবাবিবাহ প্রবর্তনকে বিদ্যাসাগর নিজেই তাঁর জীবনের সেরা কাজ হিসাবে অভিহিত করেছেন । তাঁর কথায় ‘বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম, জন্মে ইহার অপেক্ষা অধিক আর কোন সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই ; এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নই ।’ অথচ বিদ্যাসাগরের সেই ‘সৎকর্ম’ তাঁকে যতই মহত্তর ও বৃহত্তর পরিসরে জনপ্রিয় করে তুলুক না কেন, তার মূল্যায়নের অভাবে অবমূল্যায়নের প্রবণতাকে সক্রিয় করে তুলেছে । স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই তাঁর বিধবাবিবাহ প্রচলনকে সমর্থন করেননি । সেই অস্বীকারের ধারা সময়ান্তরে কেটে গেলেও তার প্রতি যে মহত্তর চেতনার অভাব ছিল, তা তাঁর দুশো বছর পূর্তিতেও নানাভাবে উঠে এসেছে । একালের স্বনামধন্য ইতিহাসচর্চাকারী দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর সাক্ষাৎকারে (‘দেশ’, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯) অকপটে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রচলনে বিধবাদের যৌবন রক্ষার পথ খুঁজে পাওয়ার কথা জানিয়েছেন । তাঁর কথায় ‘বিদ্যাসাগরের কাছে বিধবার প্রশ্নটা কী ? বিদ্যাসাগরের কাছে বিধবা হওয়াটা একটা কেচ্ছার সমস্যা---যে ইহাদের যৌবন আছে, সুতরাং বিবাহ দিয়া দাও, যাতে যৌবন একটি সঠিক পথ খুঁজে পায় ।’ সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী(চিন্ময় গুহ) তাঁকে ‘এটা অকরুণ হল বিদ্যাসাগরের প্রতি’ বলে ‘তাঁর সহমর্মিতার দিকটা’ স্মরণ করিয়ে দিলে দীপেশ চক্রবর্তী ‘সহমর্মিতা’ স্বীকার করেও নিজের বক্তব্যে অবিচল থাকেন, ‘বিদ্যাসাগরের তর্কটা একটা স্তরের পর কিন্তু তা-ই ।’ যেখানে ভালোভাবে বেঁচে থাকাই দায়, সেখানে যৌবনের সুরক্ষা বিলাসিতা মনে হয় । সেকালের হিন্দুসমাজে পরনির্ভরশীল নারীর বৈধব্যে যৌবনের দায়ের চেয়ে অমানবিক দাসত্বই প্রাধান্য লাভ করে । সেক্ষেত্রে পুনর্বিবাহে সবকূল বজায় স্বাভাবিক জীবনের পথকে সুগম করাই ছিল জরুরি । বিদ্যাসাগর সেই জরুরি কাজটিকেই জীবনব্রত করেই সম্পন্ন করেছেন । এজন্য জীবনের অনেক মূল্য চোকাতে হয়েছিল । আবার সমাজসংস্কার আন্দোলনে তাঁর বিধবাবিবাহ যখন সাধারণ্যে মিথ হয়ে উঠেছে, সেখানেও তাতে সাধারণীকরণের ঝোঁক এসে পড়েছে । তাঁর ভূমিকা যে সেখানে অবিসংবাদিত, তা উপেক্ষিত হয়ে পড়ে ।

গোলাম মুরশিদের তাঁর ‘হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি’(জানুয়ারি ২০০৬) বইয়ে ‘বেঙ্গল স্পেক্টর’ পত্রিকায় ‘সংস্কৃত কলেজের ছাত্র’ থাকাকালীন বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের পক্ষে প্রবন্ধ লেখার কথা জানিয়েছেন এবং তাঁর বিধবাবিবাহ প্রচলন সম্পর্কে বলেছেন ‘মোট কথা, বিয়ের আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও, বিধবাদের বিয়ে কমই হয়েছিলো । কিন্তু এটা ছিলো রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে একটা প্রতীকী বিজয় । তা ছাড়া, এর ফলে বিধবাদের দুঃখকষ্ট সম্পর্কে সমাজের সচেতনতা সামান্য বেড়েছিলো বলে মনে হয়।’ প্রথমত, ১৮৪২-এর এপ্রিলে ‘বেঙ্গল স্পেক্টেটর’-এ যখন বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের পক্ষে লেখাটি প্রকাশিত হয়, তখন তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক । ১৮৪১-এ সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করে সেবছরের ২৯ ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কর্মজীবন শুরু করেন । আর প্রবন্ধটিও লিখেছিলেন বেনামে । দ্বিতীয়ত, বিধবাবিবাহ প্রবর্তনকে ‘প্রতীকী বিজয়’ বলে আসলে যেভাবে তাকে লঘু করা হয়েছে, তার মধ্যেও রয়েছে সত্যের অপলাপ । বিধবাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের সামাজিক মর্যাদার মধ্যদিয়ে দীর্ঘকালের সামাজিক অভিশাপমুক্ত করাকে কোনো ভাবেই তার প্রয়োগের স্বল্পতায় ‘প্রতীকী বিজয়’ বলা য়ায় না । বরং বলা ভালো তা ছিল হিন্দুনারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান । সতীদাহ প্রথা নিরোদে নারীর যে প্রাণের অধিকার লাভের পরে তা মানে বাঁচার অধিকার তা থেকেই এসেছিল । সেই সোপানে বহুবিবাহ নিরোধ থেকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের পথ সুগম হয়ে ওঠে । সে-সবেই বিদ্যাসাগরের অবিসংবাদিত ভূমিকার কথা তাঁর সেই মিথকেই সুপ্রতিষ্ঠা দিয়েছে । অথচ তাই বিরূপ সমালোচনা থেকে সাধারণীকরণের ফলে তাঁর ভাবমূর্তি সময়ান্তরে মিথে পরিণত করে দূরে সরিয়ে রেখে তার অস্বাভাবিকতায় জনবিচ্ছিন্ন করে তোলায় তা বাঙালিমানসের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি । তার ফলে তাঁকে যেমন অসাধারণে মিথ বানিয়ে আপন করা সম্ভব হয়নি, তেমনই তাঁর বিরূপ সমালোচনায় তাঁকে নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার অবকাশে সংশয়বোধের আধারে নিবিড় শ্রদ্ধাতেও অভাব নেমে এসেছে । এজন্য সময়ান্তরে বিদ্যাসাগরের অপরিময়ে অবদান নিয়ে আবিষ্কারের পরিবর্তে তাঁর অসাধারণ মহিমাকে ক্ষুদ্র করে দেখার অনুদারতা লক্ষণীয় । শুধু তাই নয়, সেখানে দংশন করার জন্য ছিদ্রান্বেষী হয়েই ক্ষান্ত হয়নি, লক্ষীন্দরকে ছোবল মারার জন্য কালনাগিনীর অপরাধের হদিশের ন্যায় ভুল খুঁজে পাওয়ার প্রবণতাও সক্রিয় রয়েছে । বিদ্যাসাগরের খ্যাতি তাঁর সমকালে জনসাধারণের মধ্যে যেভাবে সমাদর লাভ করেছিলেন, উচ্চশিক্ষিত বনেদি পরিসরে সেভাবে বিস্তার লাভ করেনি । বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে শুধুমাত্র বাংলা প্রাইমার লেখক বলে অভিহিত । আবার ‘বিষবৃক্ষ’(১৮৭৩) উপন্যাসে সূর্যমুখীর মুখে বিধবাবিবাহ প্রবর্তক বিদ্যাসাগরকে মূর্খ বলতেও দ্বিধা করেননি বঙ্কিমচন্দ্র ।

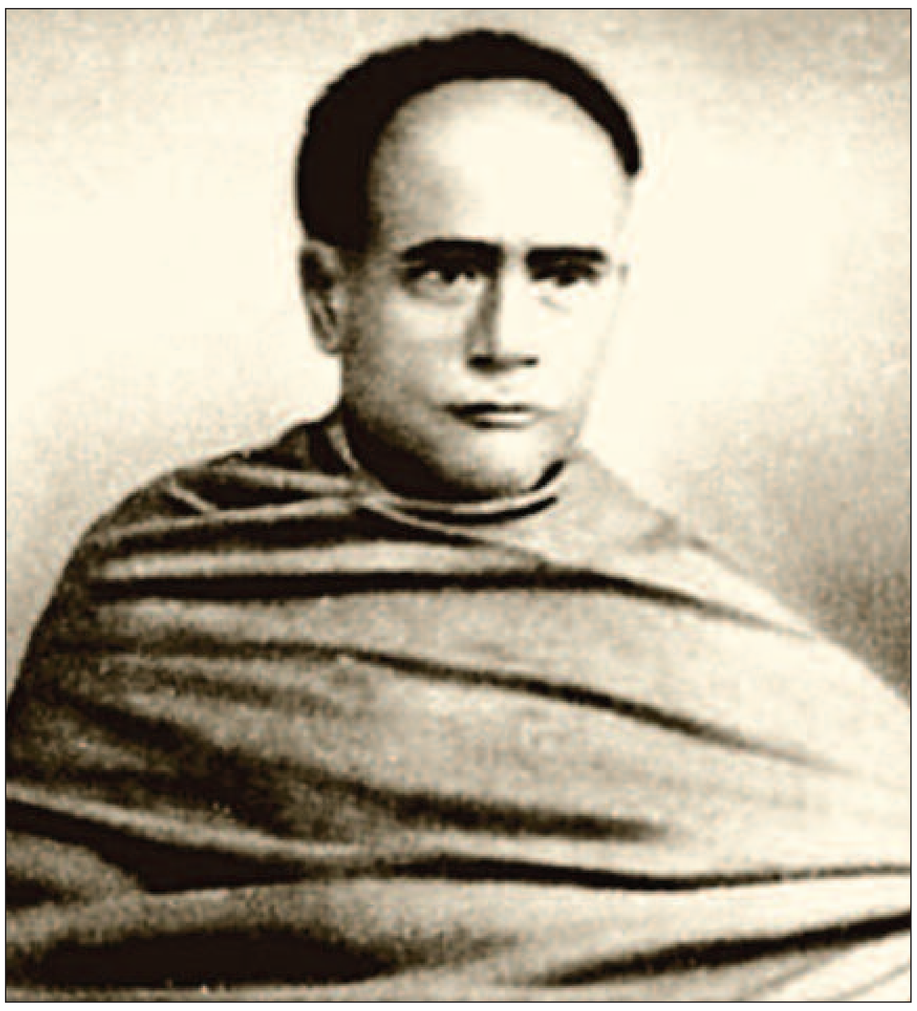

বিধবাবিবাহ প্রবর্তন নিয়ে বিদ্যাসাগরের নাম যেমন সাধারণ্যে বিস্তার লাভ করেছে, তেমনই তা নিয়ে বিরূপ চর্চায় তাঁর বহুমুখী সৃষ্টিকর্ম এবং বহুধাবিস্তৃত কর্মধারাও জনমানসের আড়ালে থেকে যায় । সেদিক থেকে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তাঁর সৃষ্টিকর্ম ও শিক্ষা বিস্তার এবং সমাজসংস্কার নিয়ে নানাভাবে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে যেভাবে খণ্ডে বিখণ্ডে মাহাত্ম্য তাঁর অবদানের চর্চা অগ্রসর হয়েছে, তাতেও অখণ্ড ভাবমূর্তিতে প্রতিমার মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়নি । তাঁকে অনুবাদে মূলোচ্ছেদের সম্ভাবনা বারেবারে ফিরে এসেছে । সেক্ষেত্রে তাঁর জীবনীকারদের মধ্যেও তার প্রভাব বর্তমান । বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে অকৃতজ্ঞ মানুষের ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে আগে জানলে সেপথে আসতেন না-বলার অব্যবহিত পরিসরে কলকাতা ছেড়ে কার্মাটাড়ে গিয়ে কুড়ি বছর ধরে বাকি জীবন অতিবাহিত করাকে অনেকেই তাঁর মধ্যে ‘মানববিদ্বেষী’ প্রকৃতি খুঁজে পেয়েছেন ।

অন্যদিকে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন নিয়ে বিদ্যাসাগরের নাম যেমন সাধারণ্যে বিস্তার লাভ করেছে, তেমনই তা নিয়ে বিরূপ চর্চায় তাঁর বহুমুখী সৃষ্টিকর্ম এবং বহুধাবিস্তৃত কর্মধারাও জনমানসের আড়ালে থেকে যায় । সেদিক থেকে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তাঁর সৃষ্টিকর্ম ও শিক্ষা বিস্তার এবং সমাজসংস্কার নিয়ে নানাভাবে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে যেভাবে খণ্ডে বিখণ্ডে মাহাত্ম্য তাঁর অবদানের চর্চা অগ্রসর হয়েছে, তাতেও অখণ্ড ভাবমূর্তিতে প্রতিমার মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়নি । তাঁকে অনুবাদে মূলোচ্ছেদের সম্ভাবনা বারেবারে ফিরে এসেছে । সেক্ষেত্রে তাঁর জীবনীকারদের মধ্যেও তার প্রভাব বর্তমান । বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে অকৃতজ্ঞ মানুষের ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে আগে জানলে সেপথে আসতেন না-বলার অব্যবহিত পরিসরে কলকাতা ছেড়ে কার্মাটাড়ে গিয়ে কুড়ি বছর ধরে বাকি জীবন অতিবাহিত করাকে অনেকেই তাঁর মধ্যে ‘মানববিদ্বেষী’ প্রকৃতি খুঁজে পেয়েছেন । জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে প্রমমনাথ বিশীর মূল্যায়নে তা প্রতিভাত । ‘মানবপ্রেমিক’ থেকে ‘মানববিদ্বেষী’র রূপান্তরের বিষয়টি সেক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের জনবিচ্ছিন্ন প্রকৃতিকে আরও সবুজ করে তুলেছে । অথচ তাঁর কার্মাটাড়ের জনসেবার বিস্তৃতিই তাঁর ত্যাগ ও সেবার আদর্শকে চারিত্রিক মহিমায় আরও বহুধাবিস্তৃত করে তুলেছে । বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রচলনের বিরূপতায় যেখানে তার ব্যর্থতায় তা নিয়ে বহু অর্থ ব্যয় না করে দীনহীন মানুষের সেবায় ব্যয়ের কথা উঠেছিল, সেখানে কার্মাটাড়ে দুস্থ সহায়সম্বলহীন সাঁওতাল সমাজের সেবায় নিজেকে সঁপে দিলেও তাঁকে ‘মানববিদ্বেষী’ হতে হয়েছে । আসলে ব্যর্থতার আধারেই বিদ্যাসাগরের মহৎ কর্মোৎদ্দোগের বিরূপ সমালোচনা মুখর হয়ে উঠেছিলে । যে ‘অমৃতবাজার’ পত্রিকা বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে উচ্চাশা ব্যক্ত করেছিল, সেই পত্রিকায় পরে তার নেতিবাচক খবর প্রকাশ করে চলে । সেদিক থেকে বিদ্যাসাগরের বহু অর্থ ব্যয় করে তাঁর ‘সৎকর্ম’ রক্ষণশীল মানসে অসৎকর্ম মনে হয় । সেখানে সতীদাহও ভালো মনে হয়েছে যাতে সমাজে ব্যাভিচারের ভয় থাকত না বলে খেদ ব্যক্ত হয়েছে ।

ব্যাভিচার দোষ ও ভ্রূণহত্যার আলোয় দুর্বিষহ জীবনে যেখানে বৈধব্যর চেয়ে বেশ্যাবৃত্তিকে শ্রেয় হয়ে ওঠে, সেখানে বিদ্যাসাগরের অবদান স্বাভাবিক ভাবেই অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে । সেদিক থেকে বিধবাবিবাহ প্রচলনের ব্যর্থতার আলোয় তাঁর মূল্যায়নের আধারটি আপনাতেই তাঁর অনুপম ভাবমূর্তিটি প্রশ্নচিহ্নের সামনে এসে দাঁড়ায় । অর্থাৎ যার জন্য জনমানসে বিদ্যাসাগরের চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার আবেদন মূর্ত হয়ে উঠেছিল, তাই তাঁর অবমূল্যায়নের নিরিখ হয়ে ওঠে । যে ব্যর্থতার মূলাধার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজমানসের সংস্কারবোধে বর্তমান, সেই ব্যর্থতা মোচনে সক্রিয় হয়ে যিনি চোদ্দমাসের মধ্যে তা আইনে পরিণত করার পরে আবার তার কার্যকরায় জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁর মূল্যায়নে সেই দায় চাপিয়ে দেওয়ার মধ্যেই আমাদের দীনহীন মানসিকতা আরও প্রকট হয়ে ওঠে । সেই ধারা বিদ্যাসাগরের দুশো বছর পূর্তিতেও বিদ্যমান । শেখর ভৌমিক তাঁর ‘বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর’ নিবন্ধে (‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, রবিবাসরীয়, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০) উপসংহারে সেই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে পাঠককে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছেন ‘বিধবাবিবাহের প্রচলনে তাঁর ভূমিকা স্মরণে রেখে সমকালে রচিত গান---‘বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে’ তিনি শুনেছেন, তেমনই তার ব্যঙ্গরূপটিও---‘শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চিররোগী হয়ে’ ঠাকুরদাস-তনয়কে শুনতে হয়েছিল । আইন প্রণয়ন বিদ্যাসাগরের অক্ষয় কীর্তি, কিন্তু দেড়শো বছর পেরিয়ে আজও কি তেমন ভাবে বিধবার বিবাহ ‘চাপাইতে পারা গিয়াছে’ ? অর্থাৎ সেই ‘চাপানোর’ নিরিখে বিদ্যাসাগরের ‘বেঁচে থাকা’র বিষয়টিকে দাঁড় করানোর মধ্যেই তাঁর প্রতি অবমূল্যায়ন প্রকৃতি সবুজ হয়ে ওঠে । প্রয়োগের অসফলতায় কারও মহৎ কীর্তি বা অবদান অথবা জীবনাদর্শকে অস্বীকার করা যায় না । মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার আদর্শ ও সত্যাগ্রহ ফলপ্রসূ না হলেও তাঁর ভাবাদর্শ আজও অনন্য। সেখানে তাঁর মহত্তর ও বৃহত্তর মহামানবিক অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের আদর্শও বাঙালিমানসকে প্রাণিত করে না, মিথের অস্বাভাবিক ভাবমূর্তি ক্রমশ আচ্ছন্নতায় আড়ালে চলে যায়, প্রাতঃস্মরণীয় হয়েও তাতে সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসে। অথচ বিদ্যাসাগর কোনো মহৎ আদর্শের প্রতিভূ নয়, বিদ্যাসাগর নিজেই একটি আদর্শ । মঠ-মিশন বা প্রতিষ্ঠান না করেও ধর্মীয় বা সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক কোনো সংগঠন গড়ে না তুলেও একক সত্তায় নিজেই একটি আদর্শ গড়ে তোলায় বিরলতম মহামানব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । দুশো বছরের বেশি সময় ধরে তাঁকে আমরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে নিবিড় গবেষণায় ব্রতী হলেও তাঁকে অখণ্ড ভাবমূর্তিতে সেই আদর্শকেই খুঁজে পেলাম না, ভাবা যায় !

লেখক: প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িয়ে গিয়ে দেখা করলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হাওড়ার ডোমজুড় বিধানসভা। গত একুশের নির্বাচনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায়ে সাংসদ কল্যাণ আর ডোমজুড়ের প্রাক্তন বিধায়ক রাজীবের মধ্যেই কোন্দল রাজনৈতিক মহলে চর্চিত হয়েছে। যাঁর মুখে 'হাইব্রিড নেতা' নেতা বলে কটাক্ষ শুনতে হয়েছিল। সেই শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুয়ারেই এবার তৃণমূল নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখা করলেন, জড়িয়ে ধরলেন একে অপরকে! রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এ সবই জানান দিচ্ছে ছাব্বিশের নির্বাচনের সাংগঠনিক ব্লু প্রিন্টের বিষয়টি! একাধিকবার প্রকাশ্যে এসেছে কাদা ছোড়াছুড়ির নজির। রবিবার, ছুটির সকালে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িয়ে গিয়ে দেখা করলেন রাজীব। সঙ্গে ছিলেন প্রবীর ঘোষালও। কল্যাণ বললেন, 'রাজীব বলল, ভুল হয়েছে, ক্ষমা করে দাও। আমি বললাম, দিদি যখন তোমায়

দলে নিয়েছে, আমি কেন কিছু বলব!'

একুশের নির্বাচনের আগে দল ছেড়ে বিজেপিতে গিয়েছিলেন রাজীব। বিজেপির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছিলেন। কিন্তু জয় অধরাই ছিল। পরে রাজীব ফের তৃণমূলে ফেরেন। কিন্তু রাজীবকে নিয়ে কল্যাণের একাধিক মন্তব্য বারবার ইন্ধন জুগিয়েছে বিতর্কের।

রাজীব তৃণমূলে ফেরায় তাঁর বিরুদ্ধে ডোমজুড়ের একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ পোস্টারিং হয়েছে। 'টপ টু বটাম কোরাপ্টেড' থেকে শুরু করে 'হাইব্রিড নেতা', ' আমি সব পারেতেই আছি...ভাসিয়ে দিয়ে ডিঙা' -এহেন শব্দবন্ধে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে একাধিকবার বিঁধতে দেখা গিয়েছে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এসবের মাঝে রাজীবের ঘরওয়াপসির জল্পনা শুরু হয়। তখনও কল্যাণকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'রাজীবের ভ্যালু ইজ জিরো, সেটা আমরা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছি। এরপর ওকে নিয়ে কী উপকারিতা হবে, অপকারিতা হলে সেটা ওপরের নেতা সিদ্ধান্ত নেবে। দিদি তো স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, গদ্দারদের দলে নেওয়া হবে না। সেই গদ্দারের প্যারামিটার কী, সেটাও দিদিই ঠিক করবেন!'

এসবের মাঝে রাজীব দলে ফেরেন, তবে বাংলায় খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে তিনি ছিলেন না। পরে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ত্রিপুরায়। তারপর চব্বিশের লোকসভা ভোট যায়। তবু কিছুতেই কল্যাণ রাজীব দুই বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক মঞ্চে এক অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি। সেই রাজীবকেই রবিবার সকালে নিজের বাড়িতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন কল্যাণ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে রাজীব-কল্যাণ সন্ধি আক্ষরিক অর্থেই তাৎপর্যপূর্ণ।

কল্যাণের সঙ্গে দেখা করে রাজীব বললেন, 'আমি দল পরিবর্তন করেছিলাম বলে দাদার অভিমান হয়েছিল। তারপর থেকে একটা দূরত্ব তৈরি হয়। দাদা ভাইয়ের সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসাও থাকবে, রাগও থাকবে, অভিমানও থাকবে, অভিযোগও থাকবে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'রাজীব দলে জয়েন করেছে অনেকদিন আগেই। দিদি ওকে কিছু কিছু দায়িত্ব দিয়েছে। রাজীব আজকে এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে।

৭ জন যোদ্ধা নারীদের সংবর্ধনা জানাল জেলা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: শনিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কতই না লুকিয়ে রয়েছে নারীদের জীবন যুদ্ধের কাহিনি। সংসারের অনটন ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে কতই না নারীদের। সেই সমস্ত যোদ্ধা নারীদের বিশ্ব নারী দিবসে সম্মান এবং সংবর্ধনা জানাচ্ছেন প্রশাসন। ঠিক তেমনি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নারী দিবস উদযাপন করল নদিয়ার কৃষ্ণনগর পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট। শনিবার দুপুরে কৃষ্ণনগরের প্রাণকেন্দ্র রবীন্দ্র ভবনে ধুমধামের সঙ্গে আয়োজন করা হয় নারী দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের। উপস্থিত ছিলেন পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ ব্যক্তিরা। সেই মঞ্চ থেকে বিশেষ করে সাত জন যোদ্ধা নারীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কেউ ফুচকা বিক্রি করে সংসার চালান, কেউ আবার ধরেছেন গাড়ির স্টিয়ারিং। অন্যদিকে পুলিশকে খাকি উর্দি পরিয়ে ঘুরিয়েছেন ভাগ্যের চাকা। সেই সমস্ত নারীদের জীবন কাহিনির ব্যাখ্যা শুনে আজ প্রত্যেকে সম্মানিত করা হয়। উল্লেখ্য বিষয় প্রত্যেক মানুষের জীবনেই কিছু না কিছু ঘটনা ঘটে থাকে, কেউ ঘুরে দাঁড়াতে পারে কেউ মুখ থুবড়ে পড়ে। সমাজের কটুক্তি দরিদ্রতা এবং অসচ্ছলতার যন্ত্রণা কুড়ে খায় মানুষের জীবনকে। বিশেষ করে নারীদের সংগ্রাম অন্যতম। কারোর ভাগ্যে জোটে স্বচ্ছলতা, আবার ভাগ্য খারাপ হলে সমাজের লাঞ্ছনা গঞ্জনা, সবকিছুই সহ্য করে এগিয়ে যেতে হয় নারীদের। নদিয়ার রানাঘাটের রমা পাল, শান্তিপুর ফুলিয়ার কৃষি পল্লির দেবী রায়, এরা দেখিয়েছেন কিভাবে জীবন যুদ্ধ করতে হয়। দেবী রায় সংসারের হাল ধরতে ধরেছেন টোটো গাড়ির স্টিয়ারিং, বিয়ের পরও স্বামীকে আর্থিক সহযোগিতার জন্য টোটো গাড়ি চালিয়ে করেছেন এমএ পাশ। রমা পাল দেহের ১২০ কেজি ওজন নিয়ে দর্জির কাজ শিখে এখন পুলিশকে পরাচ্ছেন খাকি উর্দি। এই ধরনের কত নারীর জীবন যুদ্ধের ইতিকথা লুকিয়ে রয়েছে আনাচে-কানাচে, কিন্তু সমাজের কাছে এখনো নারীরা সুরক্ষিত নয়। যত দিন যাচ্ছে ততই ধর্ষণ, নারী হত্যার মতো নারকীয়তার শিকার হতে হচ্ছে তাদের। তাই সমাজই একমাত্র পারে নারীদের সম্মান ফিরিয়ে দিতে এবং নারীদের সঠিক দিশা দেখাতে।

সাইকেলের দু'চাকায় আটকে বিধবা মহিলার ভাগ্য, সবজি বিক্রি করে চালান সংসার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: আজও সাইকেলের দুই চাকায় আটকে রয়েছে বিধবা মহিলার ভাগ্য। সংসার চালাতে স্বামীর ব্যবসাকেই বেছে নিয়েছেন পূর্ণিমা ভৌমিক নামে এক বিধবা মহিলা। স্বামীহারা পূর্ণিমা দেবীর পরিবারে রয়েছে এক ছেলে এবং এক মেয়ে। মেয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলে বিবাহিত হলেও শারীরিক অসুস্থ। সংসার চালাতে বেছে নিয়েছেন স্বামীর ভাঙা পুরনো সাইকেলটিকে। আর এভাবেই সবজি বোঝাই ব্যাগ সাইকেলে ঝুলিয়ে প্রায় ৪ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে চার মাজদিয়া বাজারে বিক্রি করতে বসেন পূর্ণিমা দেবী। আগে স্বামীর সঙ্গে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে কাঁচা সবজি নিয়ে আসতেন বাজারে। স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে ব্যবসা করে প্রতিদিন দুপুরের পর বাড়ি ফিরত। স্বামীর মৃত্যুর পর সংসার চালাতে তার ব্যবসা কাঁধে নিয়েছেন স্ত্রী। সরকারি সাহায্য বলতে বিধবা ভাতা পান। কিন্তু তাতে তার সংসার চলে না। প্রতিদিন যে সকল সবজি নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে বসেন তাতেও লাভের মুখ দেখেন না বলেই দাবি পূর্ণিমা দেবীর। তবুও এই বয়সে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে সবজি বিক্রি করতে আসে এই নারী। সাইকেল ভর্তি সবজির ব্যাগ তবু ও লড়াইয়ে অনড় পূর্ণিমা দেবী। সংসারটা চালাতে হবে তো। আর তাই সকাল হলেই নবদ্বীপ থানার মুকুন্দপুর পাইকারি বাজার থেকে সবজি সংগ্রহ করে তোর চার মাজদিয়া বাজারে বিক্রি করতে আসেন। শুধুমাত্র ছেলে মেয়ে এবং নাতনিদের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দিতে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস সম্পর্কেও তিনি কিছু জানেন না। তার বক্তব্য একটাই, খেটে খেতে হবে তো।

ফুরফুরায় ঐতিহাসিক ঈসালে সওয়াব সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রবিবার সকাল ছিল ফুরফুরা শরিফের মহান ঈসালে সওয়াবের শেষ দিন। লাখ লাখ কণ্ঠে তখন ধ্বনিত হচ্ছে আমিন আমিন শব্দ। ফুরফুরা শরিফের পীর হযরত দাদা হুজুর প্রতিষ্ঠিত ১৩৪ বছরের প্রাচীন এই মাহফিলে কমবেশি ৫০ লক্ষ মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন বলে বিভিন্ন মহলের ধারণা। সভা সূচনা হয়েছিল বৃহস্পতিবার। মাহফিলে মুসলিমদের জন বিস্ফোরণ ছিল দেখার মতো। কয়েক কিলোমিটার ছাপিয়ে গেছে শুধু মানুষের মাথা। অমুসলিমরা মানুষদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন পানীয় জল, বাতাসা ও খেজুর। সম্প্রীতির বিরল একটা নজির দেখা গিয়েছিল। পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ আদায়ে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল দেখার মতো। সন্ধ্যায় রোজাদারদের ইফতার করাতে এবং তাদের সেবা করতে মরিয়া হয়ে পড়েছিলেন পীর সাহেব পরিবার। ফলে পাঁচ হুজুরের দরবারে ছিল সন্তোষজনক আতিথেয়তা। অনাথ ছাত্রদের জন্য মানুষের দান, মেডিক্যাল পরিষেবা, বুক স্টল ও সহ ইসালে সওয়াব ছিল নতুন ভূমিকায়।

এলাকায় সৌন্দর্যকরণ করতে প্রসাশননিক আধিকারিকরাই এবার ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, ছিল সরকারি বাস।

এদিন দরবার শরিফ থেকে শেষ দোয়া করেন পীর হযরত আব্দুল্লাহ সিদ্দিকী। জেকেরের সভা পরিচালনা করেন পীরজাদা মাওলানা সওবান সিদ্দিকী। পীরজাদা আম্মার সিদ্দিকী, মাওলানা আজমত সিদ্দিকী সহ বহু পীরসাহেব শেষ দোয়াতে সামিল হয়েছিলেন।

দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল মালগাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: ২২ টি বগি মাঝ রাস্তায় ফেলে চলে গেল মালগাড়ির ইঞ্জিন। বড় সড় দুর্ঘটনার থেকে রক্ষা পেল কয়লা বোঝাই মালগাড়ি। রবিবার সকাল আটটা নাগাদ মালগাড়িটি চন্দ্রকোনা রোড স্টেশন পেরিয়ে মেদিনীপুরের দিকে যাচ্ছিল। স্টেশন পেরোনোর পরেই ওই মাল গাড়ির পিছনের ২২টি বগি খুলে যায়। সামনের পাঁচটি বগি নিয়ে ইঞ্জিন সামনে ছুটে চলে। অনেক দূর যাবার পর চালক জানতে পারেন, তড়িঘড়ি রেলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। বগিগুলি ইঞ্জিনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার পর মালগাড়িটি ছাড়া হয়। এর ফলে বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার এবং লোকাল ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়ে। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার ফলে ট্রেনগুলি যাত্রীবাহী ট্রেনগুলি দেরিতে চলছে।

১৬ চাকার ডাম্পারের চাকা বার্স্ট করে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: রাস্তায় চলন্ত অবস্থায় ১৬ চাকার ডাম্পারের চাকা বার্স্ট করে আগুন জ্বলে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে। আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে দমকল বাহিনীকে খবর দেয়। পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারির বটতলা সংলগ্ন এলাকায় হঠাৎ ওই ডাম্পারে আগুন লাগে। এই ঘটনায় বেশ কিছুক্ষণ যানজটের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাতগাছিয়ার দিক থেকে ১৬ চাকার ডাম্পারটি মেমারির দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎই চাকা বাস্ট করে ডাম্পারের। তারপরই আগুন লেগে যায়। স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালায়। পরে খবর দেওয়া হয় মেমারি থানার পুলিশকে ও দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মেমারি থানার পুলিশ ও দমকলের কর্মীরা। পরবর্তীতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে, বেশ কিছুক্ষণ যানজটের সৃষ্টি হয় মেমারি - সাতগাছিয়া রোডে। মেমারি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

বাংলাদেশ পালানোর আগে গ্রেপ্তার পঞ্চায়েত কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: জাল জন্ম সার্টিফিকেট ইস্যুর অভিযোগে গ্রেপ্তার পঞ্চায়েত কর্মী আশিস কর্মকার। অভিযুক্ত পঞ্চায়েত কর্মীর বাড়ি চাপড়ার শ্রীবাসপল্লি এলাকায়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০২৩ সাল থেকে ২০২৪ সালে হৃদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ভিন রাজ্যের বাসিন্দা সহ বিভিন্ন এলাকায় বাসিন্দাদের এক বছরে প্রায় সাড়ে এগারশোর মতো 'নন' ইনস্টিটিউশনাল বার্থ সার্টিফিকেট' দেওয়া হয়েছে মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে। বিভিন্ন জায়গায় বেনামে সাইবার ক্যাফের মধ্য দিয়ে এই সকল জালিয়াতি শংসাপত্র তৈরি করার কাজ কারবার চালাত বলে পুলিশ জেরা স্বীকার করে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত কর্মী আশিস কর্মকার। গত বৃহস্পতিবার সীমান্তবর্তী হৃদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর চাপড়া থানার পুলিশি তল্লাশি করে এবং একটি কম্পিউটার বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। বেগতিক বুঝে পলাতক ছিল ওই পঞ্চায়েত কর্মী। উল্লেখ্য, ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাঙিয়াপোতা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ পালানোর চেষ্টা করছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, চাপড়া থানার আইসি অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায় তাকে গ্রেপ্তার করে। রবিবার তাকে কৃষ্ণনগর জেলা দায়ের আদালতে তোলা হয় এবং ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানানো হয়।

মশা নিধনে চিকিৎসক পুরপিতার অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: মশাবাহিত রোগ ও তাদের উপদ্রব রুখতে চিকিৎসক পুরপিতার অভিনব উদ্যোগ বারাসাতে। বারাসাত পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা ডাঃ সুমিত কুমার সাহা বরাবরই এলাকার উন্নয়নে ও ওয়ার্ডবাসীর জন্য ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়ে থাকেন। এবারও সেই পথেই হাঁটলেন। রবিবার সাত সকালে মশা নিধনে মানুষের দুয়ারে পৌঁছন পুরপিতা সঙ্গে তার অনুগামীরা।

ডাঃ সুমিত কুমার সাহা বলেন, পুরসভার পক্ষ থেকে পাবলিক প্লেসে মশা মরার স্প্রে করা হয়। সচেতনতা বাড়াতে টবে, টায়ারে বা অন্য কোথাও জল জমার দিকে নজর রাখতে বলা হয়। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে একটা করে মশার আঁতুরঘর থাকে। আমরা সেদিকে নজর দিই না। সেটা হল আমাদের বাড়ির স্যানিটারি ট্যাংক। সেখানে মশার লার্ভা জন্ম নেয় এবং চেম্বারের গ্যাস পাইপ দিয়ে মশা বেরিয়ে আসে। তাই তৃতীয় চেম্বারে সামান্য কেরসিন বা ডিজেল দিলে মশার লার্ভা মরে যায় এবং গ্যাস পাইপের মাথায় মশারির টুকরো বেঁধে দিলে মশা পাইপ দিয়ে ঢুকতে ও বের হতে পারবে না। এদিন সদলবলে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেই কাজই করলেন চিকিৎসা পুরপিতা। নিজে হাতে মশারির টুকরো বাঁধলেন গ্যাস পাইপের মাথায়। স্যানিটারি ট্যাংকে কেরসিন ও ডিজেল দিলেন। পুরপিতার এহেন উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষ।

র‍্যাম্পে এবার হাঁটবে ফল, ফুল বিক্রেতার ছেলেমেয়েরা

নিজের স্বপ্ন সফলে এমনই অভিনব ভাবনা বিশ্বদীপ চট্টোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: স্বপ্নগুলো বিশ্বদীপকে কিশোর বয়স থেকেই তাড়া করে আসছে। জীবনকে একটা খুঁটিতে বেঁধে রাখতে চাননা স্কুল শিক্ষক। স্বপ্নের বাস্তবায়নে তাই মডেল জগতের দ্বিতীয় ইনিংসে পা দিয়েছেন। বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের র‍্যাম্পে হাঁটিয়ে প্রেক্ষাগৃহ ভর্তি দর্শকদের চোখের জল আর করতালিতে সাফল্য খুঁজে পেয়েছেন। এবার ফল বিক্রেতা, ফুচকা বিক্রেতা, বস্তির ছেলে-মেয়েদের পেশাদার মেকআপ আর্টিস্টদের দিয়ে সাজিয়ে র‍্যাম্পে দাঁড় করানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন। তাঁর এই থিমের নাম দিয়েছেন 'পথের রাজা, পথের রানি'। পাশাপাশি নব্বই দশকের হারিয়ে যাওয়া কিছু জিনিস নিয়ে 'নাইনটিস নস্টালজিয়া' নামে একটি

ক্যালেন্ডার প্রকাশ করছেন বিশ্বদীপ চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে এই কাজে সমানভাবে সহযোগিতা করছেন তাঁর সহধর্মিণী স্কুল শিক্ষিকা পৌলমী চট্টোপাধ্যায় ও নাগ দম্পতি (অর্ক নাগ, সিম্পা নাগ)। বিশ্বদীপবাবু বলেন, ফল, ফুচকা বিক্রেতা বা বস্তির ছেলে মেয়েদের ভাষা, চেহারার ছাপ শিক্ষিত সমাজ সঙ্গে অনেক অমিল রয়েছে। ওদেরও সাজার সাধ রয়েছে। কিন্তু পকেট পারমিট করে না। আমি ওদের র‍্যাম্পে তুলে বস্তি জীবনের সামাজিক পরিমণ্ডলের বদল ঘটাতে চাই। জানিনা এই কাজে কতটা সফল হব।

কৌশর থেকেই গ্ল্যামার জগতের প্রতি টান রয়েছে বহরমপুরের কাশিমবাজার এলাকার বিশ্বদীপ চট্টোপাধ্যায়ের। লেখাপড়ার পাশাপাশি কলকাতার নামী সংস্থা এসএমপিএআই প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন। বেশ কিছুদিন চলচিত্র পরিচালক বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছেন। পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন র‍্যাম্প শোয়ে হেঁটে একের পর এক সাফল্যের সিঁড়ি ডিঙোন। ২০১০ সালে প্রাথমিক স্কুল শিক্ষতায় যোগ দেন। পেশার চাপে কৌশর, যৌবনের স্বপ্নগুলো ক্রমশ পিছু হঠতে শুরু করে। বছর তিনেক ধরে ফের কৌশরের স্বপ্নপূরণে মডেলিং জগতে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেন। তবে এবারের তাগিদটা ভিন্ন।

গত ১২ জানুয়ারি বহরমপুরে বাঙালি ঘরানার অভিনব র‍্যাম্প শো করেন বিশ্বদীপ। বৃদ্ধাশ্রমের বৃদ্ধ, বৃদ্ধারা নিপাট বাঙালি পোশাকে র‍্যাম্পে হাঁটেন। এই দৃশ্য দর্শক আসনের প্রতিটি মানুষের চোখে জল এনে দিয়েছিল। অভিনব এই শো বহরমপুরে আলোড়ন ফেলে। এবার বিশ্বদীপের পরিকল্পনায় র‍্যাম্পে হাঁটতে চলেছে পথের শিশু কিশোররা।

পৌলমী চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিশ্বদীপের মৌলিক ভাবনা আমাকে নাড়া দিয়েছে। ওর সৃজনশীল ভাবনার পাশে থেকে সর্বতভাবে সাহায্য করছি। সিম্পা নাগও একজন স্কুল শিক্ষিকা। সিম্পাদেবী বলেন, ল্যান্ডফোন, পোস্টকার্ড, গ্রিটিংস কার্ডের মতো ঘুড়ি, হারিকেন লণ্ঠনও আজ অতীত হয়ে গিয়েছে। হারিয়ে যাওয়া এই জিনিস নিয়ে ক্যালেন্ডার তৈরির ভাবনা আমার ভালো লেগেছে। আমার স্বামী, আমি পাশে আছি।

শুশুনিয়ায় আগুন আটকাতে পদক্ষেপ বন দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শুশুনিয়া পাহাড়ে আগুন লাগার ঘটনা আটকাতে এবার বড় পরিকল্পনা বন দপ্তর ও পরিবেশবিদদের। জেলার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র শুশুনিয়া পাহাড়ের বনে বারবার আগুন লেগে যাওয়া আটকাতে আরও উদ্যোগী হতে চাইছে বন দপ্তর। পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে ২৪ ঘণ্টা পাহাড়ের সর্বত্র কড়া নজরদারি রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এজন্য বিশেষ যৌথ দল গঠন করা হয়েছে। পাহাড়ে নজরদারির পাশাপাশি আগুন লাগার ঘটনা ঘটলে দ্রুত তা যাতে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় তার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এজন্য একশো জন বনকর্মীকে নিয়ে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। তাদের নিয়ে তৈরি করা হয়েছে নজরদারির বিশেষ দল।

অন্যদিকে স্থানীয় ও পর্যটকদের মধ্যে সচেতনতা প্রচারে নেমেছে পরিবেশবাদী সংগঠন মাই ডিয়ার ট্রিজ অ্যান্ড ওয়াইল্ডস। তারা নাচ ও গানের মাধ্যমে সচেতনতার প্রচার শুরু করেছে। উল্লেখ্য, দু'বছর পর গত বৃহস্পতিবার ফের শুশুনিয়া পাহাড়ের বনে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। সেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের পূর্ব অংশের বিস্তীর্ণ এলাকায়। এতে পুড়ে যায় পাহাড়ের বহু গাছ। প্রায় একদিন ধরে লাগাতার চেষ্টার পর শুক্রবার আগুন নেভাতে সমর্থ হয় বন দপ্তর। আগামীতে আগুন লাগার ঘটনা দ্রুত ঠেকাতে পরিকল্পনা শুরু হয় বন দপ্তরের। এই পরিকল্পনা অনুসারে এখন থেকে জেলা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে চলবে নজরদারি। এই নজরদারির জন্য ২০ জনের একটি দল গঠন করছে বন দপ্তর। তারাই ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালাবে পাহাড়ে। শুধু নজরদারি চালানোই নয়, বন দপ্তরের বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একশো কর্মীকে নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়েছে। শুশুনিয়া পাহাড়ে আগুন লাগার ঘটনা ঘটলে একশো জনের সেই দল ঝাঁপিয়ে পড়বে আগুন নিয়ন্ত্রণে। এই সামগ্রিক পরিকল্পনার কথা জানান বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগের এডিএফও দুর্গাকান্ত ঝা।

বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি

ডিকিউ এন্টারটেইনমেন্ট (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড (ইন লিকুইডেশন)
-এর বিষয়ে
(মহামান্য এনসিএলটি-এর ২০ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখের আদেশ অনুসারে
লিকুইডেশন প্রক্রিয়াধীন একটি কোম্পানি)
রেজিস্টার্ড অফিস: ৬৪৪, অরোরা কলোনি, রোড নং ৩, বানজারা হিলস, হায়দ্রাবাদ-৫০০০৩৪, তেলেঙ্গানা, ভারত।
ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, ২০১৬ এবং এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানের অধীনে সাধারণ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নীচের টেবিলে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি ই-অকশনের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।

১. ই- অকশনের তারিখ এবং সময়:	২৭-০৩-২০২৫, সকাল ১০.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬-০০ টা পর্যন্ত
২. ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময়:	১৮-০৩-২০২৫, বিকাল ০৫.০০ টা
৩. সম্ভাব্য দরদাতাদের যোগ্যতার নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ:	১৮-০৩-২০২৫, বিকাল ০৫.০০ টা

(টাকায়)

বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
কলকাতাতে প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি	১,৬২,৭২৮/-	১৬,২৭৩/-	৫,০০০/-
অধরা সম্পদ	৪০,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-

আগ্রহী দরদাতা https://baanknet.com/eauction-psb/eproc-listing থেকে ই-অকশন প্রক্রিয়ার নথি অ্যাক্সেস করতে পারেন অথবা লিকুইডেটরকে তার ইমেল আইডি- dqeil2022@gmail.com -এ লিখতে পারেন।
পরিষেবা প্রদানকারী ব্যাঙ্কনেট দ্বারা অকশন পোর্টাল https://baanknet.com/eauction-psb এর মাধ্যমে ই-অকশন পরিচালিত হবে।

ভেনকা রেড্ডি বাথিনা, লিকুইডেটর
ডিকিউ এন্টারটেইনমেন্ট (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেডেরক্ষেত্রে
আইবিবিআই রেজিঃ নং- IBBI/IPA-002/IP-N00645/2018-19/12032
ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং ৪০৬ এবং ৪০৭, চতুর্থ ফ্লোর, এমজিআর এস্টেটস, দ্বারকাপুরী কলোনি, পুঞ্জগুট্টা, হায়দ্রাবাদ-৫০০০৮২, তেলেঙ্গানা

স্থান: হায়দ্রাবাদ
তারিখ: ০৭-০৩-২০২৫

ওয়ার্ডের একটি বুথেই হদিস নেই ৩ ভোটারের, ১৫ জনেরও বেশি মৃত ভোটারের নাম তালিকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভুয়ো ভোটার খুঁজতে বেরিয়ে একটি বুথেই খোঁজ মিলল ৩ ভুয়ো ভোটার ও ১৫ জনেরও বেশি মৃত ভোটারের। না, এই ঘটনা কোনো প্রত্যন্ত গ্রামের নয়। বাঁকুড়া শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের গরাই পাড়ার ১৭২ নম্বর বুথের। ঘটনাকে ঘিরে পারস্পরিক দায় ঠেলাঠেলি শুরু হয়েছে বাঁকুড়া শহরে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী দলের নেতাদের ভোটার তালিকা হাতে এলাকায় এলাকায় ঘুরে দলীয় সমীক্ষা চালিয়ে ভুয়ো ভোটারদের চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশ পেতেই বাঁকুড়া পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আজিজুল রহমান ভোটার তালিকা হাতে নিজের এলাকার বাড়ি বাড়ি ঘুরে তথ্য সংগ্রহ শুরু করেন। ওই ওয়ার্ডের গরাই পাড়ার ১৭২ নম্বর বুথে সেই সমীক্ষা চালাতে গিয়ে কাউন্সিলর দেখেন তালিকায় এমন তিনজন ভোটারের নাম রয়েছে যাদের বাস্তবে কোনও অস্তিত্বই নেই। এলাকার কোনো মানুষই তাঁদের কোনও খোঁজ দিতে পারেননি। তালিকায় এমন ১৫ জন ভোটারের নাম রয়ে গেছে যাদের কারো মৃত্যু হয়েছে ৩ বছর আগে কারো আবার মৃত্যু হয়েছে ২ বছর আগে। ভোটারের মৃত্যুর পর নিয়ম মেনে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার জন্য পরিবারের লোকজন আবেদন জানালেও অজ্ঞাত কারণে সেই নামগুলি বাদ দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। ঘটনা জানার পর এলাকায় যান বাঁকুড়ার পুরপ্রধান অলকা সেন মজুমদার। তিনিও এলাকায় গিয়ে ভুয়ো ভোটারদের ব্যাপারে খোঁজ খবর চালান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের কোনও অস্তিত্ব না পেয়ে বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি দলের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে জানানোর কথা জানিয়েছেন বাঁকুড়ার পুরপ্রধান। খোদ শহরের বুকে একটি বুথেই এত সংখ্যক ভুয়ো ভোটারের সন্ধান মেলায় সমগ্র শহরে সংখ্যাটা যে কয়কগুণ হবে তা মেনে নিচ্ছেন স্থানীয় কাউন্সিলর। তাঁদের দাবি এই ঘটনার দায় পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের। পাল্টা এই ঘটনায় রাজ্য সরকারকেই দুষেছে বিজেপি। বিজেপির দাবি, রাজ্য সরকারি কর্মচারীরাই ভোটার তালিকা সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজনের কাজ করেন। তাই এমন ভুয়ো ভোটার তালিকায় থেকে গেলে তার সম্পূর্ণ দায় রাজ্য সরকারেরই।

গাছে বাঁধা অবস্থায় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার, আটক প্রেমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, গলসি: সাত সকালে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে। মৃত মহিলার নাম সজনী মুর্মু (২৮)। স্থানীয় এক ব্যক্তি মাঠে যাওয়ার সময় গলসির পুরন্দগরে কলাবাঁধের কাছে পুকুরপাড়ে ওই মহিলাকে গাছে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পান। এরপর তিনি আশপাশের লোকজনকে খবর দিলে। স্থাযীয়রাই গলসি থানার পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গলসি থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে মহিলাকে উদ্ধার করে পুরষা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত মহিলার মা তুর্কি মুর্মু জানান, তার মেয়ের বিয়ে হয় গলসির পোতনা গ্রামে। কিন্তু স্বামী কর্মসূত্রে বাইরে থাকার কারণে মেয়ে তার কাছেই থাকত। সজনী স্থানীয় একটি ধানকলে কাজ করত। গত তিন দিন ধরে সে বাড়ি ফেরেনি। শুক্রবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার কথা থাকলেও সে বাড়ি ফেরেনি। এরপর শনিবার সকালে খবর আসে, তার মৃতদেহ গাছে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে।

ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের পুলিশ মর্গে মৃতদেহ পাঠানো হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে। চলছে এলাকায় পুলিশের টহলদারি।

গ্রামবাসীরা অনুমান করছেন ওই মহিলাকে শারীরিক অত্যাচার এবং ধর্ষণ করে খুন করা হতে পারে। সজনী খেত মজুরের কাজ করার পাশাপাশি স্থানীয় একটি ধানকলে কাজ করতেন বলে জানিয়েছেন মৃতার মা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সজনী মুর্মুর দু'বার বিয়ে হয়। প্রথম পক্ষের দুটি সন্তান আছে। আর দ্বিতীয় পক্ষের একটি সন্তান আছে। কে বা কারা এই ঘটনায় জড়িত তার তদন্ত শুরু করেছে গলসি থানার পুলিশ। তবে পুলিশ এই ঘটনায় একজনকে আটক করেছে। আটক হওয়া ব্যক্তির নাম লক্ষ্মী সরেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, লক্ষ্মী সরেন মহিলার প্রেমিক। বহুদিন ধরে দু'জনের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল।

পুরশুড়ায় আলুর দাম বৃদ্ধির দাবিতে পথ অবরোধ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আলুর দাম বাড়ানো নিয়ে সরকারী উদ্যোগ চাই। এই দাবি তুলে পুরশুড়ার সামন্তরোডে পথ অবরোধ বিজেপির। রবিবার দুপুরে আরামবাগ কলকাতা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বিক্ষোভে সামিল হন স্থানীয় আলুচাষিরাও। বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা

পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষের নেতৃত্বে বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে অবরোধ। অবরোধের খবর পেয়ে পুরশুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। বিক্ষোভকারী বিজেপি কর্মীদের দাবি, আলুর দাম পাচ্ছেন না এলাকার কৃষকরা। তাই অবিলম্বে আলুর দাম বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে রাজ্য সরকারকে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের সুফল বাংলা প্রকল্পের আওতায় যে আলু ক্রয় চলছে তা নিয়ে কটাক্ষ করে পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়কের দাবি, যা আলু কেনা হচ্ছে তা একেবারেই নগন্য, অধিকাংশ আলুই কৃষকরা বিক্রি করতে পারছেন না। সুফল বাংলা প্রকল্পের নামে কৃষকদের সঙ্গে গিমিক করা হচ্ছে বলে দাবি তোলেন তিনি। প্রসঙ্গত, সারা রাজ্যের মধ্যে আলু উৎপাদনে আরামবাগ মহকুমা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। জেলার মধ্যে প্রায় ৫৫ শতাংশ আলু চাষ হয় আরামবাগ মহকুমায়। এই মহকুমার ছয়টি ব্লকেই বহুল পরিমাণে আলু চাষ হয়। তাই স্বাভাবিক ভাবেই কৃষক পরিবারগুলির আর্থিক দিক অনেকটাই আলু উৎপাদন ও বিক্রির উপর নির্ভর করে। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই বছর বিঘা প্রতি আলু চাষ করতে চাষিদের খরচ হয় প্রায় ৩৫ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা খরচ। সেই তুলনায় আলুর দাম নেই। মাত্র ৩৭০ থেকে ৩৮০ টাকা বস্তা আলু বিক্রি হচ্ছে। এতে করে চাষিদের চাষের খরচ উঠছে না। তাই এদিন পুরশুড়া ব্লকের চাষিদের সঙ্গে নিয়ে আলুর দাম বৃদ্ধির দাবি তুলে পথে নেমে আন্দোলন করে বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। এই বিষয়ে বিমানবাবু বলেন, সুফল বাংলা হচ্ছে মানুষের ধোঁয়া দেওয়ার রাস্তা। চাষিদের বোকা বানানো হচ্ছে। এক বিঘা জমিতে আলু চাষ করতে ৩৫-৪০ হাজার টাকা খরচ হয়। মাত্র ৪০০ টাকায় বস্তা আলু কেনা হচ্ছে। আলুর ন্যায্য দাম যাতে চাষিরা পায় সেই জন্য মাঠে নেমেছি। অন্যদিকে,

আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, বিরোধী বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই আরামবাগ মহকুমায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আলু চাষিদের পাশে আছে। সুফল বাংলা থেকে ন্যায্য মূল্যেই আলু কেনা হচ্ছে বা পরে হবে। বিজেপি রাস্তা অবরোধ করে রাজনৈতিক মহল গরম করার চেষ্টা করছে। কিন্তু পুরশুড়ার মানুষ বিজেপির মুখোশ ধরে ফেলেছে। সবমিলিয়ে এদিন অবরোধ ও বিক্ষোভের জেরে ব্যাপক যানযটের সৃষ্টি হয় এলাকায়। পরে অবশ্য পুলিশ অবরোধকারীদের এলাকা থেকে সরিয়ে দেয়।

যুবকের মৃত্যু ঘিরে রহস্য হাওড়ার আমতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতা: হাওড়ার আমতার গোবিন্দচক গ্রামে বাড়ি থেকে ১০০ মিটার দূরে রক্তাক্ত অবস্থায় এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। তার শরীরে মাথা সহ বিভিন্ন জায়গায় গভীর আঘাতের ছিন্ন ছিল। রবিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখলে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃত যুবকের নাম প্রসেনজিৎ মেউর (৩২)। মৃত যুবকের পরিবারের অভিযোগ, শনিবার রাত নটা নাগাদ প্রসেনজিৎ পাশের কুমারচক গ্রামে কালীপুজো দেখার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়। তারপর থেকে তার কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। রবিবার সকালে বাড়ি থেকে ১০০ মিটার দূরে খেলার মাঠে প্রসেনজিতের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় আমতা থানার পুলিশ। ওই মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উলুবেরিয়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পরিবারের অভিযোগ কে বা কারা মারধর করার জন্যই প্রসেনজিতের মৃত্যু হয়েছে। আমতা থানার পুলিশ একটি খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় ওই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

টোটোর ধাক্কায় মৃত্যু শিশুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: টোটোর ধাক্কায় মৃত্যু এক শিশুর। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের অন্তর্গত চকসাথীহার এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শিশুটির নাম অনুপ কিস্কু (৪)। এদিন বাড়ির সামনেই খেলছিল সে। খেলার সময় হঠাৎ রাস্তা পার হতে গেলে অপরদিক থেকে আসা একটি টোটোর ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত হয় অনুপ। বিষয়টি নজরে আসতেই তড়িঘড়ি পরিবারের লোকেরা তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে জানায়। এবিষয়ে সন্ধ্যা সরেন নামে মৃতের এক আত্মীয় জানান, 'রবিবার সকাল ন'টায় ঘটনাটি ঘটেছে। অনুপ পরিবারের ছোট ছেলে। দুর্ঘটনার সময় প্রাণ ছিল অনুপের। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়।' অন্যদিকে, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে তপন থানার পুলিশের তরফে।

রবিবার রাতে হাওড়ার শ্যামপুরের বেলপুকুর ছায়ানটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বসন্ত উৎসব। উৎসবের উদ্বোধন করেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালিপদ মণ্ডল, উপস্থিত ছিলেন সমাজের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। অন্যতম কর্ণধার নবকুমার সাঁতরা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামে নতুন রাস্তা তৈরিতে এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। কাটমানি না দেওয়ায় ঠিকাদারকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে মোহনপুর এলাকার তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি শ্যামল খিলাড়ি ও স্থানীয় তৃনমুল নেতা রথীন মাহাতোর বিরুদ্ধে। টাকা চাওয়া ও মারধর করার ঘটনা উল্লেখ করে ঠিকাদার সংস্থার পক্ষ থেকে ঝাড়গ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা এবং গ্রামবাসীদের একাংশ এই অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছেন, ঠিকাদার সংস্থাটি নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তার কাজ করছিল বলে নির্মাণ কাজ বন্ধ করা হয়েছে।

জানা গেছে, ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের বরাদ্দ ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকায় মোহনপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে গোবিন্দপুর বটতলা চক পর্যন্ত ২কিমি ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু হয়।

কিন্তু ঠিকাদার সংস্থাটি কোনো নিয়ম মানছে না বলে প্রথম থেকেই অভিযোগ তোলা হয়। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করায় রাস্তা নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযুক্ত নেতা ও গ্রামবাসীদের একাংশ অভিযোগ করেছেন। তাদের তরফ থেকেও জেলা পরিষদের সভাধিপতির কাছে ঠিকাদার সঞ্জীব দন্ডপাটের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ জানানো হয়েছে। এই ঝামেলার জেরে রাস্তা তৈরির কাজবন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। দু'পক্ষের অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি জানান, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরির অভিযোগের বিষয়টি প্রশাসনিকভাবে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে ঠিকাদারকে মারধরের কোনও খবর তিনি জানেন না।

পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুরিয়া: এবার তৃতীয় দফায় জামুরিয়া এলাকায় পরিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবিতে চলল দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ।

গ্রীষ্মের দাপট ইতিমধ্যেই পড়তে শুরু করেছে, হালকা ঠান্ডা গরম। এই আবহাওয়ার মধ্যেই এখন থেকেই জলের একটা অভাব দিকে দিকে স্পষ্ট হয়েছে। আর তারই মধ্যেই এবার পরিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবিতে জামুড়িয়ায় একাধিক জায়গায় রাস্তা অবরোধ করে, স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা, বিক্ষোভ দেখায় দফায় দফায়। যেমন এদিন রবিবার জামুড়িয়া ৪ নং ওয়ার্ডের ব্যাংক পাড়ার মহিলারা নন্ডী রোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। কয়েকদিন আগে ৬ নং ওয়ার্ডের মণ্ডলপুরের ছোটো বড়তলা এলাকায় স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। আর তার আগে বৃহস্পতিবার ৪ নং ওয়ার্ডের বাইপাস রোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার মানুষ। এবারও তৃতীয় দফায় জলের দাবিতে বিক্ষোভ হয় স্থানীয়দের। বিক্ষোভকারীদের দাবি, পিএইচপি সরবরাহ করা জল দূষিত, তা পানযোগ্য তো নয়ই এমনকী তা খেলে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জল থেকে পোকা বের হচ্ছে। এই জল খেয়ে এলাকার মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তাই তারা অবিলম্বে পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের দাবিতে, রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছে বলেই দাবি করেন। ব্যাংক পাড়ায় মহিলারা দাবি করে ঘটনাস্থলে বোরো চেয়ারম্যানকে এসে পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিতে হবে। এদিনের এই বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে আসে জামুড়িয়া থানার পুলিশ ও বোরো চেয়ারম্যানের প্রতিনিধিরা। তারাও এই দূষিত জলের কথা স্বীকার করে নেন এবং ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে আপাতত জল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে বিক্ষোভ তুলে নেয় স্থানীয়রা।

বেসরকারি হাসপাতালে উদ্বোধনে এসে বিতর্কিত মন্তব্য বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: শুধুমাত্র সরকারি চাকরির আশায় থেকে পরীক্ষা দিয়ে সময় নষ্ট হচ্ছে বলে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বাগনানের বিধায়ক অরুনাভ সেন। রবিবার বাগনানের একটি বেসরকারি হাসপাতালের উদ্বোধন করতে এসে বিধায়ক অরুনাভ সেন বিস্ফোরক এই মন্তব্য করেন। এদিন তিনি বলেন, 'এখনকার যুবকরা সরকারি চাকরি আশায় থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে এবং সময় নষ্ট করছে। যার উদাহরণ এই বেসরকারি হাসপাতালের কর্ণধার বাপি মোল্লা। এদিন বিধায়কের এই মন্তব্যকে ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলে। পাশাপাশি বিধায়ক আরো বলেন, একটা সময় বাংলায় উদ্যোগপতিরা ছিল। এখন যুবকরা সেই দিক থেকে ও পথভ্রষ্ট হচ্ছে। রবিবার হাওড়ায় বাগনানে ১২০ বেডের একটি বেসরকারি হাসপাতালের উদ্বোধন করলেন বাগনানের বিধায়ক অরুনাভ সেন। প্রসঙ্গতই, হাসপাতালে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাবে বলে দাবি করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সিটি স্ক্যান এমআরআই এবং সমস্ত ধরনের অপারেশন হবে এই হাসপাতালে যা বাগনান শহরে একটি নজির। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক ডাক্তার অনুপ কুমার মঙ্গল। এদিন ওই বেসরকারি হাসপাতালের কর্ণধার বাপি মোল্লা জানান, 'আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে মাথায় রেখে হাসপাতালে দুটি বেড অনাথ নারীদের চিকিৎসার জন্য জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।'

বিষধর সাপের কামড়ে ছাত্রীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: নিজের বাড়ির ঠাকুরের পুজোর জন্য ফুল তুলতে গিয়ে রবিবার সকালে সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীর। মৃত ছাত্রীর নাম রিংকি ক্ষেত্রপাল (১৩), বাড়ি মেমারি থানার পলতা গ্রামে। কালনা ২ নম্বর ব্লকের বিরুহা শরৎচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল সে। জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো রবিবার বাড়িতেই ফুলগাছ থেকে ফুল তুলতে যায় ঠাকুরের পুজোর জন্য। ফুল গাছ একটু উঁচু হওয়ায় বহু দিন পড়ে থাকা কাটা গাছের গুঁড়ির উপর উঠতেই তাকে বিষধর গোখরো সাপ পায়ে ছোবল দেয়। বেশ কয়েকটা বাঁধন দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকে কালনা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসা শুরু হওয়ার আগেই হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। দংশন করা সাপটিকেও ধরে একটি বালতির মধ্যে ভরে হাসপাতালে নিয়ে আসেন বাড়ির লোকজন। যাতে সাপটিকে চিহ্নিত করে সঠিক চিকিৎসা করতে পারেন চিকিৎসকরা। কিন্তু সাপটিকে ধরে এনে কোনও কাজই হয়নি তাদের। হাসপাতালেই ওই ছাত্রীর মৃত্যু হওয়ায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

শ্রমিক বোঝাই পিকআপ ভ্যান দুর্ঘটনার কবলে, আহত কমপক্ষে ২৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোতুলপুর: বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর থানার লালকি সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ৩০ জন শ্রমিক বোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান। ঘটনায় আহত হয়েছে একাধিক পুরুষ ও মহিলা শ্রমিক। স্থানীয় সূত্র জানতে পারা যায় বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের করিসুন্ডা থেকে ৩০ জন পুরুষ ও মহিলা শ্রমিক আলু তোলার কাজ করতে গিয়েছিল হুগলির কামারপুকুর এলাকায়। রাতে সেখান থেকে ফেরার সময় কোতুলপুর থানার লালুকি সংলগ্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিকআপ ভ্যানটি রাস্তার পাশে নয়ানজুলিতে উল্টে যায়। স্থানীয়দের দাবি, অত্যাধিক দ্রুতগতিতে আসার জন্য এই দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার পরে এই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় স্থানীয় বাসিন্দারা এবং কোতুলপুর থানার পুলিশ। আহতদের পুলিশ ভ্যান অ্যাম্বুল্যান্স এবং প্রাইভেট গাড়ি করে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। ঘটনায় আহত হয়েছে ২০ থেকে ২৫ জন শ্রমিক। সাতজন শ্রমিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের রেফার করা হয় অন্যত্র। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। তবে কি কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল তার সঠিক তদন্ত শুরু করেছে কোতুলপুর থানার পুলিশ।

শতাধিক সোনাঝুরি গাছ কেটে বিক্রি করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: বন বিভাগের অনুমতি ছাড়াই ব্লক প্রশাসনকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে শতাধিক সোনাঝুরি গাছ কেটে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছিল পঞ্চায়েত প্রধানের অনুমতিতে বলে অভিযোগ। বেআইনিভাবে গাছ কাটার বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্লক উন্নয়ন আধিকারিককে বিষয়টি জানান এলাকার কয়েকজন। তার নির্দেশে গাছ কাটার কাজ আপাতত বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তার মধ্যে ৪৭টি গাছ কেটে নিয়ে চলে যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের রায়না ১ নম্বর ব্লকের নারুগ্রাম পঞ্চায়েতের শিফটে এলাকায়। পঞ্চায়েত প্রধান পিন্টু মোল্লার নির্দেশে গাছ কাটা হচ্ছিল বলে জানিয়েছেন কামাল আনসারী। এদিকে ঘটনার বিষয়ে বনদপ্তরকে জানানোর পর বন দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তারাও জানিয়েছেন, কোনো অনুমতি ছিল না। বিষয়টি সরেজমিনে দেখার পর উচ্চ আধিকারিকদের তারা জানাবেন। খাস জায়গার উপর থাকা শতাধিক গাছ বিনা অনুমতিতে ব্লক প্রশাসনকে অন্ধকারে রেখে কি করে পঞ্চায়েত প্রধান অনুমতি দেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। যদিও এ বিষয়ে নারুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পিন্টু মোল্লার কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। কিছুই জানেন না বলে জানিয়েছেন তিনি। এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা যাতে ফেরত পাওয়া যায় তার দাবিও করেছেন গাছ কাটার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী কামাল আনসারী

সৌরভের পর একমাত্র অধিনায়ক হিসেবে কীর্তি রোহিতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মঞ্চে ভারত অধিনায়কের ব্যাট কখন জ্বলবে? তা দেখার অপেক্ষায় ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীরা। রোহিত শর্মা যেন নিজের সেরা ছন্দটা তুলে রেখেছিলেন ফাইনালের জন্য। ট্রফি জয়ের শেষ লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন হিটম্যান। প্রমাণ দিলেন তাঁর ব্যাটে ধার এখনও আছে। মিনি বিশ্বকাপ ফাইনালে ৭টি চার, ৩টি ছক্কা হাঁকিয়ে ৭৬ রানের অধিনায়োকচিত ইনিংস উপহার দিয়ে গেলেন রোহিত। সেই সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে হাফসেঞ্চুরি হাঁকিয়ে রোহিত ভাগ বসিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক রেকর্ডে।

২০০০ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে সেঞ্চুরি করেছিলেন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সেঞ্চুরি অবধি পৌঁছতে পারেননি রোহিত। তবে দুবাইতে হওয়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারতের দ্বিতীয় ক্যাপ্টেন হিসেবে হাফসেঞ্চুরির মালিক হলেন রোহিত।

রোহিতের হিটেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ভারতের

প্রথম পাতার পর

জয়ের দোরগোড়ায় হার্দিক পান্ডিয়া ১৮ রানে ফিরে গেলেও জাদেজাকে সঙ্গী করে জয় পেতে কোনও অসুবিধে হয়নি ভারতের। এরমধ্যে অক্ষর প্যাটেল করেন ২৯ রান। রবীন্দ্র জাদেজা অপরাজিত থাকেন ৯ রানে।

রবিবার ফাইনালে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার। প্রথম ৭.৪ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৫৭ রান করে কিউয়িরা। এরপর উইল ইয়াংকে এলবিডব্লিউ করে জুটি ভাঙেন বরুণ চক্রবর্তী। মুহূর্তেই নিউজিল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ১২.২ ওভারে ৩ উইকেটে ৭৫ রান। প্রথম বলে ছন্দে থাকা রাচীন রবীন্দ্রকে বোল্ড করেন কুলদীপ যাদব। ২৯ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় ৩৭ রান করেন রাচীন। এক ওভার পর কেইন উইলিয়ামসনকে কট অ্যান্ড বোল্ড করেন কুলদীপ। ১৩ তম ওভারের দ্বিতীয় বলে উইলিয়ামসন যেভাবে উইকেট উপহার দিয়েছেন, তাতে হতাশায় উইকেটের ওপর লাথি মেরেছেন। কিউয়ি এই ব্যাটার করেছেন ১৪ বলে ১১ রান। পাঁচে নামা টম লাথামও ইনিংস বড় করতে পারেননি (৩০ বলে ১৪ রান)। ফেরান রবীন্দ্র জাদেজা। ২৩.২ ওভারে ১০৮ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে যখন নিউজিল্যান্ড বিপাকে, তখন দলকে টেনে তোলেন গ্লেন ফিলিপস ও ড্যারিল মিচেল। এই জুটি অবশ্য বড় হতে পারত না। ক্যাচ মিস করেন রোহিত। মিচেলের রান তখন ৩৮। ঠিক তার পরের ওভারে জীবন পান ফিলিপস। ৩৬ তম ওভারের শেষ বলে ডিপ স্কয়ার লেগ থেকে দৌড়ে এসে বল স্পর্শ করেও তালুবন্দি করতে পারেননি শুভমন গিল। এখানে বোলার রবীন্দ্র জাদেজা। ফিলিপসের স্কোর তখন ২৭। জীবন পেয়েও ফিলিপস ইনিংসটা লম্বা করতে পারেননি (৩৪)। পঞ্চম উইকেটে ফিলিপস-মিচেলের জুটিতে এসেছে ৮৭ বলে ৫৭ রান। এরপর ১০১ বলে ৩ চারে ৬৩ রান করে ফেরেন মিচেল। ব্রেসওয়েল ইনিংসের শেষ বল পর্যন্ত খেলেছেন। ৪০ বলে ৩ চার ও ২ ছক্কায় ৫৩ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। ওয়ানডেতে এটা তাঁর প্রথম ফিফটি। ব্রেসওয়েরে ক্যামিও ফিফটিতে শেষ ৫ ওভারে ২ উইকেটে হারিয়ে নিউজিল্যান্ড ৫০ রান যোগ করে। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৫১ রান করে কিউয়িরা। ভারতের বরুণ, কুলদীপ দুজনেই দুটি করে উইকেট নিয়েছেন। দুজনেই ১০ ওভার বোলিং করেছেন। বরুণ ও কুলদীপ খরচ করেন ৪৫ ও ৪০ রান।

গম্ভীরের মুখে হাসি। সমালোচনার জবাব দিয়ে রোহিতও খুশি। জয়ের পর হাতে হাত গম্ভীর-রোহিতের।

‘সেরা ছেলেদের হাতেই রেখে যাব’

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিনের ক্রিকেটে অবশেষে ভারতের ট্রফির খরা কাটল। ২০২৩ সালে ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালে অল্পের জন্য ভারতের ট্রফি মিস হয়েছিল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সেই অঘটন ঘটল না। হল মধুর প্রতিশোধ। কিউয়িদের বিরুদ্ধে দুবাইতে মিনি বিশ্বকাপের ফাইনালে ৪ উইকেটে জয় ভারতের। তারপর আবেগে ভাসলেন মেন ইন ব্লুর সকল ক্রিকেটার। টিমের প্রত্যেকের প্রশংসা করার পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিরাট কোহলি জানিয়ে দিলেন, সেরা ছেলেদের হাতেই রেখে যাবেন। এই কথা বলে কীসের ইঙ্গিত দিলেন কিং কোহলি?

মিনি বিশ্বকাপ জেতার পর বিরাট কোহলি বলেন, তএই জয়ের অনুভূতি অসাধারণ। আমরা অস্ট্রেলিয়া সফরের পর ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম। একগুচ্ছ তরুণদের সঙ্গে খেলতে পেরে দারুণ লাগছে। ওরা ভালো ছন্দে রয়েছে। টিম ইন্ডিয়াকে সঠিক পথে নিয়ে যাচ্ছে। এতদিন ধরে খেলার পরও চাপের মুখে খেলার জন্য মুখিয়ে থাকি।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

১৮ বছর পলাতক হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি গ্রেপ্তার

শ্রীনগর, ৯ মার্চ: মাথার দাম ছিল ২৫ হাজার টাকা। ১৮ বছর ধরে পলাতক থাকার পর অবশেষে পুলিশের জালে হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি। জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযান চালিয়ে উলফত হুসেন নামের ওই জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এসটিএফ। উলফতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও বিস্ফোরক। পুলিশের অনুমান বড় কোনও হামলার ছক কষছিল এই জঙ্গি।

পুলিশের তরফে জানা যাচ্ছে, জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার বাসিন্দা এই উলফত হুসেন। জম্মু ও কাশ্মীরেও তার বিরুদ্ধে বহু মামলা রয়েছে। ১৯৯৯ থেকে ২০০০ সালের মাঝে কোনও এক সময় পাক অধিকৃত কাশ্মীরে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেয় সে। উত্তরপ্রদেশের মুরাদাবাদে বড়সড় কোনও হামলার ছক ছিল এই জঙ্গির। সেই মতো উলফতের নাগাল পেতে কোমর বেঁধে নামে উত্তরপ্রদেশ এসটিএফের সাহারনপুর ইউনিট। উপত্যকার পুলিশের থেকে পাওয়া গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার মুরাদাবাদ থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় এই জঙ্গিকে।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, হিজবুল জঙ্গি উলফতের কাছ থেকে ৩০ বোরের দুটি পিস্তল, ১২টি হ্যান্ড গ্রেনেড, ৩৯ টাইমার, ৫০ ডিটোনেটর, ৩৭ট ব্যাটারি, ২৯ কিলো বিস্ফোরক, ৫৬০টি কার্তুজ ও ৮টি ম্যাগাজিন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অপরাধীকে গ্রেপ্তারের পর তাকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। জানার চেষ্টা চলছে তার সঙ্গে কে কে এই ষড়যন্ত্রে যুক্ত রয়েছে।

পুলিশের দাবি এর আগে ২০০১ সালেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল উলফতকে। সেই সময় তার কাছ থেকে একে ৪৭, একে ৫৬-সহ আরও বহু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। যদিও সেই মামলায় আদালতে জামিন পেয়ে যায় এই জঙ্গি। তারপর থেকে এর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। উলফতের খোঁজ দিতে পারলে ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণাও করা হয়। ১৮ বছর ধরে এই জঙ্গির খোঁজে তল্লাশি চালানোর পর অবশেষে গ্রেপ্তার করা হল তাকে।

তেলেঙ্গানার টানেল দুর্ঘটনার ১৬ দিন পর এক শ্রমিকের দেহ উদ্ধার

হায়দরাবাদ, ৯ মার্চ: তেলেঙ্গানার টানেল দুর্ঘটনার ১৬ দিন পর অবশেষে এক শ্রমিকের দেহের সন্ধান পেল উদ্ধারকারী দল। জানা যাচ্ছে, দেহটি আটকে রয়েছে মেশিনের মধ্যে। মেশিন কেটে দেহ উদ্ধারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তবে বাকি ৭ জনের দেহের এখনও কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে থাকা শ্রমিকদের উদ্ধারে রোবটের পাশাপাশি ব্যবহার করা হচ্ছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর।

গত ২২ ফেব্রুয়ারি তেলেঙ্গানার নগরকুরনুল জেলার শ্রীসাইলাম ড্যামে অবস্থিত সুড়ঙ্গের মধ্যে লিকেজ সমস্যা সারাই করতে গিয়েছিলেন একদল শ্রমিক। সুড়ঙ্গের প্রায় ১৪ কিলোমিটার ভিতরে হঠাৎ ধস নামে ছাদে। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার জেরে অন্তত সুড়ঙ্গের ১৪ কিমি ভিতরে ৮ জন আটকে পড়েন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় জেলাশাসক বি সন্তোষ বলেন, যাঁরা আটকে পড়েছেন তাঁদের সঙ্গে কোনওভাবেই যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। এমনকী ভিতরের এয়ার চেম্বার ও কোনভেয়ার বেল্ট পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শ্রমিকদের সাড়া পেতে তাঁদের নাম ধরে ডাকা হচ্ছিল। তবে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার পর ১৬ দিন পেরিয়ে গিয়েছে। ফলে তাঁদের জীবিত উদ্ধারের আশা একেবারেই ক্ষীণ বলে মনে করছেন উদ্ধারকারীরা।

এই পরিস্থিতিতে গত শুক্রবার সুড়ঙ্গের মধ্যে পাঠানো হয় বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর। পাশাপাশি ব্যবহার করা হয় বিশেষ ধরনের রোবট। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই কুকুরগুলি অন্তত ১৫ ফুট দূর থেকে গন্ধ শুঁকতে সক্ষম। পাশাপাশি জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, ভারতীয় সেনা, নৌসেনা-সহ ১২টি উদ্ধারকারী দলের ৭০০ জন সদস্য উদ্ধারকাজে নেমেছেন। উদ্ধারকাজে যাতে কোনও আর্থিক সমস্যা তৈরি না হয় তার জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সরকারের তরফে।

তবে প্রায় ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সুড়ঙ্গের শেষ ৫০ মিটার পার করা অন্যতম চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। জল-কাদার পাশাপাশি এখানেই রয়েছে সুড়ঙ্গ খোড়ার বোরিং মেশিন। সেই যন্ত্রাংশের ধ্বংসাবশেষ পার করে শ্রমিকদের কাছে পৌঁছনও অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এত ভিতরে অক্সিজেনের সমস্যাও একটি বড় সমস্যা। এই পরিস্থিতিতে ১৬ দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও কোনও শ্রমিককে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

বন্ধুকে খুন, জঙ্গলে দেহ পোঁতার অভিযোগ ৪ কিশোরের বিরুদ্ধে

বরেলি, ৯ মার্চ: টাকা-পয়সা সংক্রান্ত বচসার জের। বন্ধুকে খুনের পর জঙ্গলে দেহ পুঁতে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ৪ কিশোরের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল পড়ে গিয়েছে উত্তরপ্রদেশের প্রতাপনগড়ে। ইতিমধ্যেই ৪ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। চলছে তদন্ত।

জানা গিয়েছে, মৃত কিশোরের নাম উজাইদ খান। বয়স ১৬ বছর। উত্তরপ্রদেশের প্রতাপনগড়ের বাসিন্দা সে। পরিবার সূত্রে খবর, তিনদিন আগে বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। এরপর আর বাড়ি ফেরেনি। স্বাভাবিকভাবেই তাতে দুশ্চিন্তায় পড়েন পরিবারের সদস্যরা। তারা বিভিন্ন জায়গায় ছেলের খোঁজ নেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। এরপর বাধ্য হয়েই পুলিশের দ্বারস্থ হন পরিবারের সদস্যরা। তাতেই প্রকাশ্যে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা যায়, বন্ধুদের সঙ্গে টাকাপয়সা নিয়ে অশান্তি হয়েছিল উজাইদের। তার জেরেই নাকি কিশোরকে খুনের ছক কষে বন্ধুরা।

জানা যায়, পরিকল্পনামাফিক উজাইদকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় বন্ধুরা। একটি জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে তাকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর প্রমাণ লোপাটে উজাইদের দেহ জঙ্গলেই পুঁতে দেয় অভিযুক্তরা। তবে তা সত্ত্বেও শেষরক্ষা হল না। অবশেষে পুলিশের জালে ৪ জনই।

ভূগর্ভস্থ জলের ট্যাঙ্কে ঢুকে দমবন্ধ চার শ্রমিকের মৃত্যু

মুম্বই, ৯ মার্চ: ভূগর্ভস্থ জলের ট্যাঙ্কে ঢুকেছিলেন পাঁচ শ্রমিক। চলছিল পরিষ্কারের কাজ। কিন্তু কাজের মাঝ পথে ঘটে গেল ভয়ঙ্কর কাণ্ড। আচমকা চারজনের দমবন্ধ যায় শ্রমিকদের। ছটফট করতে থাকেন তাঁরা। শেষে চারজনেরই মৃত্যু হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে যে, রবিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ মুম্বইয়ের বিসমিল্লা স্পেস নামে একটি নির্মাণাধীন ভবনের একটি ট্যাঙ্কে পরিষ্কারের জন্য পাঁচজন ঠিকাদার শ্রমিক প্রবেশ করলে তাঁরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এরপর ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্যরা দমকলকে খবর দেয়। আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী জেজে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে পৌঁছনোর পরই ওই চার শ্রমিককে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই ট্যাঙ্ক পরিষ্কারের কাজে নিয়োজিত আরেকজন শ্রমিকের অবস্থা স্থিতিশীল।

মুরলীধরনকে বিনামূল্যে জমি দান জম্মু-কাশ্মীর সরকারের, বিতর্ক

শ্রীনগর, ৯ মার্চ: ক্ষমতায় আসার কয়েক মাসের মধ্যেই বিতর্কে জম্মু ও কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্স সরকার। ওমর আবদুল্লার প্রশাসন নাকি শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি ক্রিকেটার মুথাইয়া মুরলীধরনকে বিনামূল্যে ২৫ একর জমি দান করেছে। যে জমিতে আবার গড়ে ওঠার কথা মুরলীধরনের অ্যালকোহল তৈরির কারখানা। জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় এ নিয়ে একযোগে সরব কংগ্রেস এবং সিপিএম।

অভিযোগ শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন স্পিনার মুরলীধরনকে কাঠুয়ায় নিখরচায় ২৫.৭৫ একর জমি দিয়েছে কাশ্মীর সরকার। ওই জমিতে মুরলীধরনের সংস্থা সেভলন বেভারেজেসের কারখানা হওয়ার কথা। মোট ১৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার কথা মুরলীধরনের সংস্থার। তাতে স্থানীয়দের কর্মসংস্থানও হবে। আসলে কাশ্মীর সরকার কাঠুয়ায় ২১ হাজার কোটি টাকার লগ্নির প্রস্তাব পেয়েছে। সেটারই অংশ হিসাবে বিনামূল্যে জমি দেওয়া হয়েছে মুরলীধরনকে।

বিরোধীদের দাবি, এভাবে বিদেশি ক্রিকেটারকে জমি দেওয়া অনৈতিক। সিপিএম বিধায়ক ইউসুফ তারিগামি বলছেন, ‘বিষয়টা উদ্বেগজনক। একজন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারকে এভাবে জমি দান করা হচ্ছে। কীভাবে সম্ভব?’ কংগ্রেস বিধায়ক গুলাম আহমেদ মীরও বলছেন, ‘এভাবে একজন বিদেশি ক্রিকেটারকে নিখরচায় জমি দান করার কোনও অর্থ হয় না। এটা একটা উদ্বেগজনক বিষয়। এ বিষয়ে দ্রুত আলোকপাত করা উচিত।’

যদিও জম্মু কাশ্মীর সরকার পুরো বিষয়টি নিয়েই অন্ধকারে। বিরোধীদের তোপের মুখে পড়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কৃষিমন্ত্রী জাভেদ আহমেদ মীর বলছেন, ‘বিষয়টি আমার নজরে আসেনি। কীভাবে এটা হল সেটা জানা নেই। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে।’

হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে ঝামেলা, অ্যাডমিনকে গুলি করে খুনের অভিযোগ

ইসলামাবাদ, ৯ মার্চ: তর্ক-বিতর্কের জেরে হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ থেকে এক যুবককে বের করে দিয়েছিলেন অ্যাডমিন। এই সামান্য ঘটনার জেরে গ্রুপ অ্যাডমিনকে গুলি করে খুনের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। গত বৃহস্পতিবার চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে পাকিস্তানের পেশোয়ারে। আশফাক খান নামে অভিযুক্ত ওই যুবকের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের অ্যাডমিন মুস্তাক আহমেদের সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে বিবাদ হয়েছিল আশফাকের। যার জেরে আশফাককে গ্রুপ থেকে বের করে দেন মুস্তাক। এই ঘটনার পর নিজেদের মধ্যে সমস্যা মিটিয়ে নিতে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেন দু’জন। সেই মতো গত বৃহস্পতিবার মোস্তাকের সঙ্গে দেখা করতে আসে আশফাক। তবে মোস্তাককে খুনের পরিকল্পনা করেই সঙ্গে করে বন্দুক নিয়ে আসে অভিযুক্ত। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই মোস্তাককে লক্ষ্য করে সে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মোস্তাকের। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশের দাবি, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে তাড়ানোর জেরেই এই খুন।

মোস্তাকের দাদা হুমায়ুন খান বলেন, এই হামলার সময় তিনি নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কথায়, ‘এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে সে বিষয়ে আমাদের কোনও ধারণাই ছিল না। হোয়াটঅ্যাপ গ্রুপে যে ওদের মধ্যে ঝামেলা হয়েছে আমরা সেটাও জানতাম না। পরে জানতে পারি গ্রুপ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য আমার ভাইকে খুন করেছে আশফাক।’ এমন সামান্য ঘটনায় কেউ খুন করতে পারে, বিশ্বাস করতে পারছেন না মোস্তাকের পরিবার। অপরাধীর কড়া শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। এদিকে খুনের পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত আশফাক। তাঁর বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। অভিযুক্তের খোঁজ পেতে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

e-TENDER NOTICE

Notice inviting e-Tender by the undersigned for the **Tender ID: 2025_ZPHD_825109_1.** Last date to submit bid **15/03/2025 upto 12:00 PM**. Details on **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Haripur Gram Panchayat, Santipur Block, Nadia

Government of West Bengal
Press Notice

Quotation are hereby invited from bonafide experienced reliable contractor for supply of vermi species. Notice issued from the office of (i) Dy. D. A. (Soil Cons.) KRVP, Purulia for **NIQ No-03 /DDASC/ KRVP/2024-25; Dt 05/03/2025 (ii) Asstt. D. A. (Admn) Soil Cons., Purulia for NIQ No-03/SC-Extn/2024-25; Dt 05/03/ 2025 (iii) Asstt. D. A. (Admn) Soil Cons., DPAP, Purulia for NIQ No-02 / SC-DPAP/ 2024-25; Dt 05/03/2025.** For details pl visit: **purulia.gov.in** or office of the undersigned for the quotation,

Sd/- A. K Acharjee
Deputy Director of Agriculture
(Soil Cons.) KRVP, Purulia

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
E-TENDER NOTICE

Tender Notice Number: KDHM/51/PWD/01/24-25
E-Tender ID: 2025_MAD_824848_1
Categories of Work: Construction of Seating arrangement, pathway, Grill boundary wall, Plant fencing of Park. Last date of Submission on **25.03.2025 upto 15:00 hours.** Details of tender notice can be seen at **www.khardahmunicipality.in** & **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Nilu Sarkar, Chairman**
Khardah Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.: UKM/PWD/040(e)/2024-25
Date- 17-02-2025
1. Construction of boundary wall with M.S. fencing at Haripukur play ground in Ward No-01 under Uttarpara-Kotrung Municipality. The bid Submission Closing date is hereby extended **up to 18-03-2025** in place of **07-03-2025**. Date Corrigendum published. For Details: **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Uttarpara-Kotrung Municipality

ADDA ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-75 of 2024-2025 Dated 07.03.2025
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority’s Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

রোগ প্রতিরোধ থেকে শুরু করে রূপচর্চা, সবেতেই অ্যালোভেরা

ডাঃ শামসুল হক

বনবাদাড় থেকে শুরু করে আমাদের সাধের বাগান কিংবা গৃহ অঙ্গনেও দেখা মেলে হাজারো বনস্পতির সমাহার। তাদের মধ্যে কারও কারও জন্ম আপনা আপনিভাবেই তো কেউ প্রতিপালিত হয় আমাদেরই নির্মল পরিচর্যা এবং যত্ন আর তত্বাবধানেরই মধ্যে। তাদের আছে হরেক ধরণের গুণাগুণ এবং ব্যবহৃত হয় বহুবিধ কাজেও। আর সেইসব নিয়েই ছোট্ট সেই বনস্পতি তার নিজস্ব গুণে করে চলেছে মানব সেবার কাজেও। বলাই বাহুল্য, এইসব গাছগাছালি নিয়ে চর্চা আগেও ছিল, আছে এখনও। আর দিন যত এগিয়ে চলেছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চাহিদা অনুযায়ী বেড়ে চলেছে হরেক প্রজাতির গাছপালা এবং তাদের বিভিন্ন অংশকে নিয়ে নানান ধরণের গবেষণার কাজও।

বনষ্পতির এই বৈঠকে আছে অনেক সদস্যেরই উপস্থিতি। কিন্তু ইদানিংকালে অ্যালোভেরার মতো ছোট্ট একটা গাছকে নিয়ে এই যে এত আলোচনা, তা ভাবলে সত্যিই খুব অবাক হতে হয়। কি ঔষধ প্রস্তুত, কিংবা প্রসাধনী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনকারী সংস্থা, সকলের চোখই এই মুহূর্তে স্থির ওই অ্যালোভেরার দিকেই। বিশেষ করে প্রসাধনী শিল্পের ক্ষেত্রে যেভাবে একে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তাতে এর প্রয়োগবিধির ব্যাপারেও নানান প্রশ্ন জাগছে বিশেষজ্ঞদের মনে।

ছোট্ট এই গাছ ঘৃতকুমারী। জনমানসে তার পরিচিতি কিন্তু অ্যালোভেরা নামেই। আর তার বিজ্ঞানসম্মত নামটি হল অ্যালো ইণ্ডিকা। এই মুহূর্তে পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তেই এর ব্যবহার থাকলেও এই গাছটির জন্ম কিন্তু আফ্রিকার মরু অঞ্চলেই। এলো পরিবারের উদ্ভিদ বলেই বিশেষ পরিচয় তার।একে দেখতে কিছুটা ফণিমনসা ক্যাকটাসের মতো হলেও, তাকে কখন ই ক্যাকটাস বলা যাবে না।

ভেষজ শিল্পে এর ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকেই। সেইসময় থেকেই চিকিৎসক মহলে তাকে নিয়ে শুরু হয়েছিল ছোটখাটো চর্চা। বর্তমানে বিজ্ঞান তাকে পৌঁছে দিয়েছে একেবারেই অন্য এক রূপে। তাইতো তার এত গুরুত্ব, এতকিছু আলোচনা এবং আরও অনেক কিছুই।

অ্যালোভেরা অর্থাৎ ঘৃতকুমারী হলো বহুজীবি ভেষজ উদ্ভিদ। দেখতে খানিকটা আনারস পাতার মতো। তবে আনারস পাতার থেকেও এর পাতা একটু মোটা এবং দুপাশে করাতের মতো কাঁটা যুক্ত। আর তার মধ্যে থাকে মোটা জেলির মতো অতি পিচ্ছিল বর্ণহীন একধরনের রস। এই গাছের পাতার মধ্যে আছে কুড়ি রকমের খনিজ পদার্থ। একজন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য যে সকল এমাইনো অ্যাসিডের প্রয়োজন তার সবগুলোই থাকে এই গাছের ই পাতার মধ্যে। তা ছাড়াও আছে ভিটামিন - এ, ভিটামিন - বি- ১, বি - ১২, ভিটামিন - সি এবং অবশ্যই ভিটামিন - ই।

আমাদের দেহ থেকে ক্ষতিকারক উপাদান অপসারণের কাজে ঘৃতকুমারীর রস হল একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক উপাদান। মানুষের হাড়ের সন্ধিস্থলকে মজবুত করার ক্ষমতাও আছে এই রসের। তাছাড়া শরীরের বিভিন্ন প্রদাহকেও কমিয়ে দিতে পারে ঘৃতকুমারী। এর রস ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে। রোদ্দুরে পোড়া ত্বককেও ফিরিয়ে দিতে পারে তার পূর্বরূপ যদি তার প্রয়োগবিধি সঠিক এবং বিজ্ঞানসম্মত হয়।

চুলের পরিচর্যার কাজেও এর ভূমিকা আছে বিশাল।এই নিয়ে চলছে অনেক গবেষণাও। আর সেইসব গবেষণালব্ধ ফলাফল অনুযায়ী এ ব্যাপারে একেবারেই নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, চুল রক্ষার ক্ষেত্রে অ্যালোভেরাস ভূমিকা বিশাল। তাইতো এই গাছের নির্যাসের উপর ভর করেই এই মুহূর্তে প্রসাধনী দ্রব্য ব্যবসায়ীদের চলছে রমরমা ব্যবসা।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন নামে পরিচিত এই গাছ । গৃহকন্যা, ঘৃতকুমারীকা, কুমারী ইত্যাদি নামেই পরিচিতি তার। যে সমস্ত উপক্ষারের উপস্থিতি আছে এই গাছের পাতায় তা হল, emodin – tannin – isobarbaloin – alonin –nocotine ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদান ছাড়াও অ্যালোভেরার মধ্যে আছে chrysophanic acid – uprromic acid ইত্যাদি নানান মূল্যবান রাসায়নিক উপাদান। তাই ছাড়াও resin – gum – ghycosides ইত্যাদির সংমিশ্রণেই এই গাছের ঔষধি গুণাগুণ ও বেড়ে গেছে আরও অনেকটাই।

শুষ্ক ত্বকের সুরক্ষা এবং রুক্ষ্ম ত্বককে স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল করার তাগিদে ব্যবহার করতেই হবে ঘৃতকুমারীর শাঁস । এর নির্যাস কেবলমাত্র শীতকালেই নয়, যেকোন ঋতুতেই ফাটা ফাটা হয়ে যাওয়া হাত এবং পাকে সুন্দর করে তুলতে ভীষণভাবেই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এর আবার আছে অনেক পুষ্টিজনক এবং বলকারক গুণাবলীও। প্লীহা এবং যকৃতের বৃদ্ধিজনিত রোগে ঘৃতকুমারীর রস ভীষণ কার্যকর। তাছাড়া পেটের মধ্যে বৃদ্ধি পাওয়া যেকোনো ধরনের কৃমির উৎপাতকে রোধ করতে পারে এই গাছেরই নির্যাস ।

এই বনষ্পতিকে নিয়ে এই মুহূর্তে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের ব্যবসা একেবারে রমরমিয়ে উঠেছে। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠান যে ড্রাগ কন্ট্রোলের সঠিক নিয়মাবলী মেনে জনগণের সেবায় নিয়োজিত আছেন তা বলা সত্যিই খুব কঠিন।

সত্যি কথা বলতে কি, এই ব্যাপারে সঠিক তথ্য না পাওয়ায় জন্য ই রূপচর্চার ক্ষেত্রে এখন অনেকের কাছ থেকেই শুনতে হচ্ছে নতুন নতুন অনেক সমস্যার কথা।

তাই যারা এইসব ব্যবহার করতে অভ্যস্ত, তাঁরা যদি নিজেরাই বাড়ীতে অ্যালোভেরার উপকরণ প্রস্তুত করে ব্যবহার করেন তাহলে নিশ্চয়ই অনেক ভালো ফল পাবেন। তবে এ বিষয়ে ছোটখাটো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন অবশ্যই আছে।
আমার দৃঢ় বিশ্বাস, চাইলে এই ব্যাপারে অনেক আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞরাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

সামাজিক ও মানসিক অসুস্থতার মেডিসিন হল হাসি

জয়দেব বেরা

হাসি হল আমাদের জীবনের সম্পদ।হাসি হল আমাদের জীবনের অলংকার ও অহংকার।হাসি মানেই এক সাগর আবেগ ও অনুভূতি।হাসির মধ্যেই লুকিয়ে থাকে এক সাম্রাজ্য প্রেম ও ভালোবাসা।আকাশ যেমন জোৎস্না ব্যাতিত অসম্পূর্ণ ঠিক তেমনি হাসি ছাড়াও আমরা অসম্পূর্ণ। তাই আমাদেরকে সর্বদা জ্যোৎস্নার মতোই হাসি মুখেই থাকতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, হাসলে আমরা শারীরিক-সামাজিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে পারবো। বৈজ্ঞানিকভাবে বলা যায়,হাসলে শরীরে 'এন্ডোরফিন' এবং 'ডোপামিন' নামে দুটি হরমোন নিঃসৃত হয়। এইগুলোকে 'হ্যাপি হরমোন' বলা হয়। এন্ডোরফিন হরমোনকে 'ফিল গুড' হরমোনও বলা হয়। এটি মানসিক চাপ কমায় এবং শারীরিক ও মানসিক ব্যথা উপশম করে। এছাড়াও এন্ডোরফিন হরমোন রক্তচাপ ও রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক রাখে। পাশাপাশি, ডোপামিন হরমোন মনে উদ্দীপনা তৈরি করে। এটি আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক মনোভাব গঠনে সাহায্য করে। শরীরে হ্যাপি হরমোনের মাত্রা বাড়লে আমরা হাসি-খুশি এবং প্রাণবন্ত থাকি।তাই আমাদের মুখের হাসি আমাদের শরীরের অনেক রোগকে প্রতিরোধ করতেও সক্ষম হয়। এছাড়াও আমাদের সামাজিক সম্পর্কগুলোকেও আমরা হাসির মধ্যে দিয়েই সুন্দর ভাবে ফুলদানির মতো করে সাজিয়ে তুলতে পারি। স্বামী-স্ত্রী থেকে শুরু করে পরিবারের সবাইকে নিয়ে যদি আমরা হাসি-খুশিভাবে থাকি তাহলে দেখবেন জীবন অনেক সুন্দর। হাসতে কিন্তু অর্থ লাগে না, লাগে কেবল সুন্দর মনের মানসিকতা। হাসির কোনও মূল্য হয় না, পাওয়া যায় না কোনও বাজারে। হাসি সবার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে কেবল খুঁজে নিতে হবে ভালোবাসার লেন্স দিয়ে। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের মুখে লাজুক হাসি থাকা অবশ্যই দরকার। মেয়েদের লাজুক হাসিতেই আছে এক আকাশ শক্তি। যে শক্তি সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক গুলোকে অক্সিজেন প্রদান করে। তাই মেয়েদের সবসময় চেষ্টা করতে হবে মুখে লাজুক হাসি রাখতে, তাহলেই খুব সুখী হতে পারবে। কাছের প্রিয় মানুষটা যখন সারাদিন স্ট্রেস নিয়ে কাজ সেরে রাতে বাড়ি ফিরবে তখন কেবল ওই লাজুক হাসি টাই পারবে সমস্ত স্ট্রেসকে কমিয়ে দিতে। অনুরূপ ভাবে, একটা ছেলেকেও মুখের হাসি দিয়ে পরিবারের পাশাপাশি তার প্রিয়জনকে ভালোবাসতে হবে। স্ত্রী যদি অফিস থেকে বাড়ি ফেরে বা বাড়ির কাজ সেরে একটু বিশ্রাম নেয় তখন তাকে মিষ্টি হাসির সাথে একটু জল খেতে দিন, হাসি মুখে ভালো কিছু কথা বলুন দেখবেন সম্পর্কগুলো খুব সুন্দর মনে হবে। স্ত্রীরও উচিত স্বামীকে হাসির ফুলদানি উপহার দেওয়া। মুচকি হাসির ছোঁয়ায় ভরিয়ে দিতে হবে প্রিয় জনের হৃদয়। অনুভূতি নিয়ে দুজনকেই হারিয়ে যেতে হবে গভীর হাসির সাগরে তাহলেই দেখতে পাবেন প্রেমের সাগর। এই ছোট ছোট বিষয়গুলো আমরা ভুলে যাই আর সবসময় কাজ ও অর্থের পেছনে সময় দেই এবং বড় বড় দামি উপহার এর কথা ভাবি। কিন্তু হাসি ব্যাতিত কোনো উপহারই দামি হয় না। এই ছোট ছোট বিষয়গুলোকেও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর পাশাপাশি পরিবারের সবার সঙ্গে হাসি মুখেই কথা বলতে হবে দেখবেন কত সুন্দর লাগবে জীবনটা, সুন্দর লাগবে সম্পর্কগুলো। মুখে লাজুক হাসি থাকলে সমস্ত রাগ-অভিমান এর কঠিন বরফগুলো সব নিমিষেই গলে জল হয়ে যাবে। সবসময় মনে রাখবেন, হাসি এক মন্ত্র, হাসি এক জাদু, হাসি এক মেডিসিন। হাসি থাকলেই সামাজিক সম্পর্ক গুলো আকাশের পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মতো উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আমাদের শরীরের সমস্ত চাপ- ক্লান্তি-বেদনা গুলোকে হাসির মাধ্যমেই কমানো সম্ভব। তাই হাসুন, আর সুস্থ থাকুন।আমদের শরীরের পাশাপাশি মানসিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলোকে ঠিক রাখতে হলে এবং সুন্দর রাখতে হলে হাসির অবদান অনস্বীকার্য। তাই বলা যেতে পারে, হাসি হল আমাদের শরীরের সামাজিক ও মানসিক অসুস্থতার মেডিসিন।

লেখক: অতিথি অধ্যাপক, বই লেখক এবং সমাজ-মনোবিশ্লেষক

হাই প্রেশারের ঠেলায় কোনও কিছুই খেতে পারেন না? এই খাবারগুলি খেলে রসনাও মিটবে, রক্তচাপও বাড়বে না

উচ্চ রক্তচাপ বা 'হাইপারটেনশন' হল এমন একটি শারীরিক অবস্থা, যেখানে রক্তনালীর দেওয়ালে রক্তের চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে। এই অতিরিক্ত চাপ রক্তনালী ও হৃদপিণ্ডের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে।

সহজ ভাষায়, যখন হৃদপিণ্ড রক্ত পাম্প করে, তখন রক্তনালীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় রক্তনালীর দেওয়ালে যে চাপ পড়ে তাকে রক্তচাপ বলে। উচ্চ রক্তচাপকে 'নীরব ঘাতক' বলা হয়, কারণ প্রায়শই এর কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। তাই নিয়মিত রক্তচাপ পরিমাপ করা খুবই জরুরি।

যাঁদের উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা আছে, তাঁদের মেপে খাওয়া দাওয়া করতে হয়। দেখে নিন কোন কোন খাবার নির্দ্বিধায় খেতে পারেন উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা।

১. ফল ও শাকসবজি

- কলা কলা পটাশিয়াম সমৃদ্ধ, যা রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।
- পালং শাক, ব্রকলি, গাজর এই সবজিগুলি ভিটামিন, মিনারেল এবং ফাইবার সমৃদ্ধ, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে।
- বেরি (স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি) স্ট্রবেরিঅ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ঠাসা, যা রক্তনালীকে সুস্থ রাখে।
- বিটের রস রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

২. শস্য ও ডাল

- ওটস ফাইবার সমৃদ্ধ, যা রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।
- ব্রাউন রাইস, কিনোয়া ফাইবার এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে।
- ডাল, মটরশুঁটি প্রোটিন এবং ফাইবার সমৃদ্ধ, যা রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

৩. মাছ

- স্যামন, টুনা ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ, যা রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।